রাঁচি, রবিবার
28:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

04
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>109 >> 13 Maagh 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১০৯ >> << ১৩ই, মাঘ ১৪৩০>>

ইয়েমেনের কাছে লোহিত সাগরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, জানালো তেলবাহী জাহাজ

মিশর ঃ লোহিত সাগরে চলাচলকারী একটি বাণিজ্যিক জাহাজ শুক্রবার জানিয়েছে, ইয়েমেনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দুটি ক্ষেপণাস্ত্র তাদের অবস্থানের কাছে জলে বিস্ফোরিত হয়েছে। তবে, কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই বা কেউ আহত হয়নি বলে জানিয়েছে জাহাজটি। নিরাপত্তা বিষয়ক সংগঠন ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন বা ইউকেএমটিও বলেছে, তারা একটি জাহাজ থেকে খবর পেয়েছে যে, বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং ঐ জাহাজের অবস্থান থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে একটা ক্ষেপণাস্ত্র দেখা গেছে। জাহাজটি ইয়েমেনের এডেন শহর থেকে ১১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিলো। অল্প সময় পর, দ্বিতীয় আর একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং ক্ষেপণাস্ত্র দেখা গেছে বলে জানিয়েছে জাহাজটি। আর, দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে জাহাজের এক কিলোমিটারের কম দূরত্বে। দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বা কেউ আহত হয়নি। জাহাজটি তার পরের নির্দিষ্ট বন্দরের দিকে অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রেখেছে। ইউকেএমটিও বলেছে, জোট বাহিনী এর জবাব দিয়েছে, তবে এ বিষয়ে তারা বিস্তারিত কিছু জানায়নি। ব্রিটেনের নৌনিরাপত্তা সংস্থা আম্ব্রেকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, জাহাজটি পানামার পতাকাবাহী এবং ভারতের সঙ্গে যুক্ত তেলবাহী জাহাজ।

বাজার দর

SENSEX : 71060.31 +689.76
NIFTY : 21453.95 +215.16

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.32 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.30 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গাজায় গণহত্যা প্রতিরোধে ইসরাইলকে নির্দেশ দিয়েছে জাতিসংঘের আদালত, যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেয়নি

নিউ ইয়র্ক ঃ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত(আইসিজে)গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা রোধে ইসরাইলকে 'তার ক্ষমতার মধ্যে' সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে এই বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে কোনো যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেয়নি আইসিজে। শুক্রবার ১৭ জন বিচারক নিয়ে গঠিত আইসিজে প্রদত্ত প্রাথমিক রায়ে, ইসরাইলকে গাজায় মৌলিক পরিষেবা এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি কার্যকর করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গাজায় এই অঞ্চলের ২৩ লাখ মানুষের বেশিরভাগ, ইসরাইল ও জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে তিন মাস ধরে চলমান যুদ্ধের কারণে পর্যাপ্ত খাদ্য ও আশ্রয় খুঁজে পেতে লড়াই করছে। আইসিজেতে মামলাটি দায়ের করেছিলো দক্ষিণ আফ্রিকা। তারা অভিযোগ করেছিলো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকাস্টের পর ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘন করছে ইসরাইল। রায় উপস্থাপনের সময় প্রিজাইডিং জাজ হুয়ান ডনোঘু বলেন, কনভেনশন অনুযায়ী গণহত্যা প্রতিরোধের মধ্যে রয়েছে, কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি রোধ করা এবং কোনো গোষ্ঠীকে ধ্বংস করারা জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো পদক্ষেপ প্রতিরোধ করা। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগকে 'দ্বিচারিতা' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরাইল। বলেছে,এখন বিশ্ব উল্টে গেছে। রায়ের পর, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গণহত্যার দাবিকে 'আক্রোশ প্রসূত' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, 'কোনো রাষ্ট্রই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।' হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সামি আবু জুহরি রয়টার্সকে বলেন, এই সিদ্ধান্ত 'দখলদারিত্বকে চিহ্নিত করতে এবং গাজায় সংঘটিত অপরাধ উন্মোচনে' ভূমিকা রাখবে। অ্যাডভোকেসি গ্রুপ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই রায়ের প্রশংসা করেছে। আইসিজের দেয়া এই আদেশ মেনে চলা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য আইনত বাধ্যতামূলক। ইসরাইল এই রায় মেনে চলবে কি না তা স্পষ্ট নয়। এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের কার গণহত্যার মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় দিতে, আদালতের কয়েক বছর সময় লাগবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মিয়ানমারের সহিংসতা ও দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনার মধ্যে আসিয়ানের নেতৃত্বে লাওস

ফিলিপিন (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ চীন সাগরে, চীন এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের মধ্যে ক্রমবর্মান উত্তেজনার মধ্যে, এখন নিয়মিত সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। আর, মিয়ানমারে তিন বছর আগে ক্ষমতা দখল করা সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই এখন এমন এক মাত্রায় পৌঁছেছে যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলছেন, দেশটিতে এখন গৃহযুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করছে। অনেকের উচ্চাশা ছিলো, ২০২৩ সালে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস বা আসিয়ানের নেতৃত্বে থাকা ইংদোনেশিয়া, এই সংগঠনের বৃহত্তম দেশ হিসেবে, নিজেদের প্রভাবকে ব্যবহার করে উভয় সমস্যার একটি সমাধান বের করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে। তবে, এই বিষয়ে অগ্রগতি ছিলো খুবই কম। বর্তমানে এই সংগঠনের সবচেয়ে দরিদ্র ও ছোট দেশগুলোর অন্যতম লাওস পালাক্রম অনুসারে আসিয়ানের নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব পেয়েছে। সপ্তাহান্তে আসিয়ানের এই বছরের প্রথম শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়। লুয়াং প্রবাংএ সমবেত হন আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। আসিয়ান তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঠেকাতে পারবে কিনা, তা নিয়ে অনেকে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

গত ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, মিয়ানমারের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারের কাছ থেকে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে নেয়। এর পর, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়ান পাঁচ দফা ঐক্যমত্য পরিকল্পনা নিয়ে আসে।

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ব্রুনেই ও লাওস।

মিয়ানমারের সামরিক নেতৃত্ব ঐ পরিকল্পনাকে এখন পর্যন্ত উপেক্ষা করে আসছে। জাতিসংঘের মতে, দেশটিতে মানবিক সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর, সহিংসতা বৃদ্ধির ফলে ২৬ লাখের বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

আসিয়ানের পরিকল্পনায়, অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠান ও আসিয়ানের বিশেষ দূতের মাধ্যমে মধ্যস্থতার আহবান জানানো হয়। এ ছাড়া, আসিয়ানের মাধ্যমে মানবিক ত্রাণ সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে বিশেষ দূতের মিয়ানমার সফরও এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে, ইন্দোনেশিয়া একটি ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। ঐ ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার অংশ ছিলো, বর্তমান সভাপতি ইন্দোনেশিয়া এবং পরবর্তী সভাপতি লাওস ও মালয়েশিয়া।

সিঙ্গাপুরের এস রাজারত্নম স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ইন্সটিটিউট অফ ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সঙ্গে যুক্ত মুহাম্মাদ ফাইজাল বলেন, আসিয়ানের সদস্য, লাওস হলো অন্যতম কমিউনিস্ট দেশ, যাদের সঙ্গে বেইজিংএর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই, মিয়ানমার সংঘাতের সমাধানে, চীনের সহায়তা নিতে লাওস আগ্রহী হয় কিনা, তা হবে একটি আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়।

এই অঞ্চলের দ্বীপ, সমুদ্রগর্ভের সম্পদ ও প্রবাল প্রাচীরের ওপর ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও ব্রুনেই এর নিজস্ব দাবি রয়েছে। ইংদোনেশিয়াও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, তাদের জলসীমার এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোনে বেইজিং দখলদারিত্ব চালাচ্ছে।

গত ২০১২ সালে চীন ও আসিয়ান আচরণ বিধি বিষয়ক একটি ঘোষণায় সম্মত হয়। দক্ষিণ চীন সাগরে মতবিরোধ ও বিতর্কের শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সমাধানের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি শক্তিশালী করতে এই ঘোষণায় সম্মত হয়েছিলো তারা। তবে, বর্তমানে এই ঘোষণার প্রতি তেমন সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

বোকারো ক্লাবে জেলা প্রশাসন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৭৫ তম গণতন্ত্র দিবস পালন করল

সংবাদদাতা

বোকারো ঃ ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে বোকারো ক্লাবে জেলা প্রশাসন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অসাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল এবং পুরস্কৃত করলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের। সকালে সেক্টর ১২ স্থিত পুলিস লাইন ময়দানে রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী উৎপাদ এবং মদ্য নিষেধ বিভাগ , ঝাড়খণ্ড সরকার ,শ্রী মতি বেবী দেবী ৭৫ তম গণতন্ত্র দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন । উপস্থিত ছিলেন পুলিস আই জি ডাঃ মাইকেল রাজ, ডি আই জি (কয়লা ক্ষেত্র) সুরেন্দ্র ঝা , বোকারোর ডেপুটি কমিশনার কূলদীপ চৌধরী , এস পি প্রিয়দর্শী আলোক, ডি ডি সি কীর্তি শ্রী জি, সি আর পি এফ 'এর সেকেন্ড ইন কম্যান্ড নারায়ণ বলী, আপার নগর

ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা মুখ্যমন্ত্রীকে শারীরিক পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে তার আশু আরোগ্যের কামনা কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর

অসমে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার সময় রাহুল গান্ধী নিজের বডি ডাবল ব্যবহার করেছেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ হলিউড কিংবা বলিউড সিনেমায় স্টান করার সময় নায়করা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের বডি ডাবল ব্যবহার করে আসছেন। বডি ডাবল অর্থাৎ হুবুহু সেই নায়কের মতন দেখতে এক ব্যক্তি। যিনি বিপদজনক যাবতীয় দৃশ্য শুটিং এর সময় অভিনয় করবেন কিন্তু সেটা দেখলে মনে হবে নায়ক স্বয়ং সেই বিপদজনক দৃশ্যের শুটিং এ অভিনয় করেছেন। তবে এবার সিনেমার শুটিং নয় বরং রাজনীতিতে বডি ডাবল এর ব্যবহার হচ্ছে বলে চর্চা চলছে। অসমে বাসের যাত্রার সময় রাহুল গান্ধী নিজের বডি ডাবল ব্যবহার করেছেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রীকে শারীরিক পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে তার আশু আরোগ্যের কামনা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার অসমের সীমানা অতিক্রম করার পর তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রানাত্মক হয়ে মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সংক্রান্তি রাজ্যের সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করার পাশাপাশি তার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাহুল গান্ধীর জন্য রাজ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা গেছিল। তিনি বহু কষ্টে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। এক্ষেত্রে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি।

তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন অসমে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার অংশ হিসাবে বাসে যাত্রা করার সময় রাহুল গান্ধী নিজের বডি ডাবল ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে ইন্ডিয়া টুডে এনই এক বড় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এই প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী রাহুল গান্ধী বাসে বডি ডাবল ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ বাসের সামনে যে রাহুল গান্ধীকে দেখা যাচ্ছিল সেটা আসল রাহুল গান্ধী ছিলেন না। সেই সময় রাহুল গান্ধী বাসের ভিতর থাকতেন। যেখানে ৮ জন বসার ব্যবস্থা থাকা একটি রুম রয়েছে। সেখানে থাকতেন রাহুল গান্ধী। বাইরে তিনি বডি ডাবল ব্যবহার করতেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনের যাবতীয় তথ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন কংগ্রেসের তরফে তাকে জানানো হয়েছে বাসের ভিতরে আটজন বসার জায়গা থাকা একটা রুম রয়েছে। সেখানে অধিক সময় রাহুল গান্ধী থাকতেন। রাহুল গান্ধী যদি বেশিরভাগ সময় বাসের ভিতরের রুমে থাকতেন তাহলে বাসের সামনে কে বসে ছিলেন এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সাংবাদিকরা রাহুল রাহুল বলে ফটো তোলার সময় হাত নাড়ানো ব্যক্তি জন রাহুল গান্ধীর বডি ডাবল। রাহুল গান্ধীর বডি ডাবল ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার অংশ কি এই প্রশ্ন করে এক্ষেত্রে ইন্ডিয়া টুডে এনই টুইট করে বলেছে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিকে রাহুল গান্ধীর বডি ডাবল সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পর এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি এক টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে শারীরিক পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন। গৌরব গগৈ বলেন মুখ্যমন্ত্রী দুজন রাহুল গান্ধী দেখছেন। মূলত তার জন্য সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সত্যতা অত্যন্ত স্ট্রেসফুল হয়ে উঠেছে। ফলে অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর আশু আরোগ্যের কামনা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ।

অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে বলেন বর্তমান দলটির নেতৃত্ব আরবান নকশালে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বলেন কংগ্রেসের রাজনীতি বর্তমান সফ্‌ট আরবান নকশালের দিকে হেলে যাচ্ছে। বর্তমান কংগ্রেসের স্লোগান ইত্যাদি গান্ধীজীর আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি স্বয়ং কংগ্রেসে ২২ বছর ছিলেন। কিন্তু এই ধরনের স্লোগান তিনি আগে শোনেননি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন কংগ্রেসের স্লোগান সফ্‌ট ছিল অন্য ধরনের ছিল। বর্তমান দলটির নেতৃত্ব কংগ্রেসের আত্মাকে মেরে ফেলেছে। বর্তমান কংগ্রেস বামপন্থী চিন্তাধারার বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সংক্রান্তে যোরহাট এবং মহানগরের খানাপাড়ায় সংগঠিত ঘটনা সম্পর্কে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব স্থিতি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাহুল গান্ধী যাবতীয় সুবিধা যুক্ত ফাইভস্টার কন্টেনারে অসমে ৭ দিন কাটিয়েছেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে রাহুল গান্ধী অসমের সীমানা অতিক্রম করার দিনটিতে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রানাত্মক হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি রাহুল গান্ধী অসমে থাকাকালীন যোরহাট এবং মহানগরের খানাপাড়ায় সংগঠিত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পাশাপাশি অযোধ্যা মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় রাহুল গান্ধীর বটদ্রবা থানে যেতে চাওয়ার বিষয়টিকে স্রেফ নাটক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া অসমের সাতদিন অতিক্রম করা রাহুল গান্ধী যাবতীয় সুবিধা যুক্ত ফাইভস্টার কন্টেনারে বিলাসী জীবন কাটিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন আযোজন করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যোরহাটের ঘটনার ভিডিও সরকারের হাতে রয়েছে। সেখানে সাধারণ জনতা যখন বলেছিলেন একদিকের সড়ক ধরে যেতে। কিন্তু যোরহাট শহরের মাঝামাঝি এলাকায় রাহুল গান্ধী সিআরপিএফকে ইঙ্গিত প্রদান করে যে সড়ক ধরে তার যাওয়া নির্ধারিত ছিল না সেদিকে যেতে শুরু করেন। এর ফলাফল হিসেবে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তবে আহত ব্যক্তিদের জবানবন্দী সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া যাদের মোটরসাইকেল ইত্যাদি বাহন ধ্বংস হয়েছে তাদেরও জবানবন্দী সংগ্রহ করে রেখেছে পুলিশ। এবার আইন নিজের রাস্তা নেবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করার পর কংগ্রেস এটাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছে উল্লেখ করে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রচনা করার কোনো প্রযোজনীয়তা নেই। রাহুল গান্ধীর রাজ্যে কাটানো ৭ দিন সরকারের বহু কষ্টে ছিল। বিশেষ করে যে সময়ে রাহুল গান্ধী এই যাত্রা শুরু করেছেন এই সংক্রান্তে যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেদিকে চিন্তিত ছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মহানগরের খানাপাড়ায় কংগ্রেসের বিভিন্ন ব্যক্তির সমাগম ঘটেছিল। তবে সেখানে কে এসেছিলেন সেটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন বকো, শমরিয়া এবং ছয়গাঁও থেকে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা খানাপাড়ায় একত্রিত হয়েছিলেন। তাছাড়া এই বর্তমান সময়ে সারা দেশ সারা রাজ্যে ভগবান রামের এক পরিবেশ অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যেকে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম বলে ধ্বনি দিচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে বকো, শমরিয়া এবং ছয়গাঁও থেকে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের এনে খানাপাড়ায় ধর্ণা প্রদর্শন করার, প্রতিবাদ জানানোর কি প্রযোজন ছিল। এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন রাজ্য সরকারের কর্তব্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের রাখা। এরপরেও সরকারের তরফে রাহুল গান্ধীকে কোথাও আটকানো হয়নি। অথচ কংগ্রেস অভিযোগ করছে তাদের গুয়াহাটি মহানগরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। উজান অসম থেকে নিম্ন অসমে যেতে হলে গুয়াহাটি হয়েই যেতে হবে। কারণ কংগ্রেস রকেট লাঞ্চের মাধ্যমে নিম্ন অসমে যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি শুধু একটি সড়ক বাদ দিয়ে অন্য সড়কে যেতে বলেছেন। কিন্তু এরপরেও নিজের অহংকারের জন্য সে সড়কের মাধ্যমে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন সরকার যদি একটি সড়ক ঠিক করে দিচ্ছি অথচ অহংকারের জন্য রাহুল গান্ধী সেই সড়ক ধরে যেতে চাইছেন না। তার এক কথা তিনি গুয়াহাটি যাবেন। কিন্তু খানাপাড়া কিংবা যে সড়ক ধরে রাহুল গান্ধী নিম্ন অসমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন সেটাও গুয়াহাটি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাহুল গান্ধীর গুয়াহাটি প্রেস ক্লাব সংক্রান্তে কিছু সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি সেখানে যান না। অথচ এর মধ্যেও রাহুল গান্ধী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে টেনে এনেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। এবার রাহুল গান্ধীর খাবারে যদি লবণ বেশি হয় সেক্ষেত্রেও তাকে দোষারোপ করবেন তিনি। মিষ্টি বেশি হয়ে গেলেও তার দোষ হবে। তিনি বলেন এটা শুধু নামের যাত্রা। অসমে রাহুল গান্ধী ফাইভ স্টার কন্টেনারে রাত্রিযাপন করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী রাহুল গান্ধী থাকা সেই ফাইভ স্টার কন্টেইনার গুলোর ছবি সাংবাদিকদের দেখিয়েছেন। তিনি বলেন এটা শুধুমাত্র এক নামের যাত্রা। অথচ রাহুল গান্ধী ফাইভ স্টার কন্টেনারে বিলাসী দিন কাটিয়েছেন। সে কন্টেনারে ব্রেড পকোড়া, কাটলেট ইত্যাদি খাবার অনবরতভাবে সরবরাহ করা হয়েছে। সেখানে সম্পূর্ণ পর্যায়ের একটি ডাইনিং হল ছিল। যেটাতে রাত্রের খাবার এবং সকালের খাবার খেতেন রাহুল গান্ধী বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন তাৎপর্যপূর্ণভাবে অসমের কংগ্রেস নেতারা দুপুরের খাবার, রাজ্যের পরম্পরাগত খাবার প্রস্তুত করলেও তিনি তাদের সঙ্গে একসাথে সেটা খাননি। সাত দিন রাহুল গান্ধী সেখানে ছিলেন। বিরোধী পক্ষে থাকা কংগ্রেসীরা কষ্ট করে তার জন্য খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তিনি একদিনও সেই খাবার খাননি। এমনকি অসমীয়া গামছার অসম্মান করেছেন তিনি। রাহুল গান্ধী বলেছেন এই গামছা স্নান করার জন্য ব্যবহার হয়। অথচ অসমে নাম ধরে সেই গামছা ভগবানের উপাসনা ব্যবহার করা হয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি স্বয়ং যে সময় পদযাত্রা করেন সেটা হয় পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেল চালিয়ে। সেই সময় এই ধরনের বড় বড় কন্টেইনার সঙ্গে থাকে না। রাহুল গান্ধীর কন্টেইনারে এসি সহ সব ধরনের সুবিধা রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে রাহুল গান্ধী থেকে উধার হিসাবে একটি কন্টেইনার চেয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই ধরনের কন্টেইনার যদি পাওয়া যায় তাহলে তিনি সারা বছর ভারতবর্ষে ঘোরাফেরা করতে পারবেন বলো মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাহুল গান্ধীকে দেখার জন্য মানুষ আসুক সেক্ষেত্রে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু মূল বিষয় ছিল রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনটিতে রাহুল গান্ধী যেন ড্রামা না করেন। কারণ এর ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারত। এবার বটদ্রবা থানে যাওয়ার সময় যদি রাহুল গান্ধী এবং রাম ভক্তদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেত তাহলে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারত। সে সময় কংগ্রেস দোষারোপ করতো যে তিনি এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন। ফলে শুধুমাত্র তিনটের আগে সেখানে তাকে যেতে মানা করা হয়েছিল। শ্রীমন্ত শংকর দেবের জন্য মাত্র দু ঘন্টা অপেক্ষা করতে পারেননি রাহুল গান্ধী। সেখানে যেতে কখনো তাকেও বাধা দেওয়া হয়, কাপড় বদলে যেতে বলা হয় বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু রাহুল গান্ধী সেদিন টি-শার্ট পরিধান করে ছিলেন। অর্থাৎ সেখানে যাওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ বটদ্রবা থানে কেউ যেতে চাইলে টি-শার্ট পরে যাবেন না। এটা সেখানে নিয়ম। কিন্তু রাহুল গান্ধী টি-শার্ট এবং জিন্স পরে ছিলেন। অর্থাৎ বটদ্রবা থানে যাওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না বরং সেখানে তামাশা করা তার লক্ষ্য ছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাহুল গান্ধীকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। কারণ তার জন্য কংগ্রেসের বিভিন্ন মহলে তার নাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে। রাহুল গান্ধী তাকে নিয়ে এত বেশি টুইট করেছেন যে তিনি টুইটারে প্রায় ট্রেন্ড করছিলেন। তিনি অসমে থাকার সময় সম্পূর্ণ বিষয়টি রাহুল গান্ধী এবং তার বিরুদ্ধে মতবিরোধ থাকাটি স্বাভাবিক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে যা করণীয় ছিল সেটাই করেছেন তিনি। তবে তিনি আদৌ রাহুল গান্ধীর ফ্যান নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বললেন গুয়াহাটি মহানগরের মামলাটি ইতিমধ্যে সিআইডিকে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের পর রাহুল গান্ধীকে অসমে ডাকা হবে। রাহুল গান্ধী উল্টো বলছেন তাকে যাতে এখন ডাকা হয়। এখন শুধুমাত্র তাকে নোটিশ দেওয়া হবে। এই সময় তাকে ডাকলে নির্বাচনে বিজেপির লাভ হবে না। কারণ রাহুল গান্ধী লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির বড় অ্যাসেট। লোকসভা নির্বাচনে তার থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অযোধ্যার মন্দিরে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার মাধ্যমে অসমে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন রাহুল গান্ধী এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি মহানগরে সংগঠিত উত্তপ্ত ঘটনা সেই ষড়যন্ত্রের ঝলক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা অসমের সীমানা অতিক্রম করেছে। তবে এই যাত্রা সময় গুয়াহাটি মহানগরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় বটদ্রবা থানে প্রবেশ করার জন্য রাহুল গান্ধী হুলুস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন।ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার মাধ্যমে অসমে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। এই বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন গুয়াহাটি মহানগরে সংগঠিত উত্তপ্ত ঘটনা সেই ষড়যন্ত্রের ঝলক ছিল।

প্রায় ৮ দিন ধরে অসমে অব্যাহত থাকা রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অনবরতভাবে তাকে এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছেন। প্রায় প্রতিদিন এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন তিনি। মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত ২২ জানুয়ারি অসমে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। এটা কি ধরনের যাত্রা ছিল। তাছাড়া যাত্রার সময়ও উল্লেখযোগ্য। অসমে এক বড় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটাতে চাইছিলেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরে সেটারই এক ঝলক দেখা গেছে। কিন্তু রাহুল গান্ধীর মূল ষড়যন্ত্র ছিল রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি অসমের মধ্যে দিয়ে পার হবেন এবং রাজ্যে এক বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অবশেষে রাহুল গান্ধী নিজের ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে অসম ত্যাগ করেছেন। আট দিন ধরে অসমে তিনি ছিলেন। সেই সময় তার সুখ অনুভূতি হয়েছিল বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ অসমের সাধারণ জনতা অত্যন্ত বেশি অতিথি পরায়ণ। ফলে এটা তার বিশ্বাস যে অসমে থেকে রাহুল গান্ধীর ভালো লেগেছে। রাহুল গান্ধী পুনরায় একবার অসমে আসবেন বলে আশা করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাহুল গান্ধী এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন তার নিজস্ব ইকো সিস্টেমের মাধ্যমে যে তাকে বটদ্রবা থানে যেতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখানে তার উদ্দেশ্য বোঝা দরকার। বটদ্রবা থানে সেই দিন ওই সময়ে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রিত হয়ে অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাধ্যমে রামলাল্লার প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব দেখছিলেন। যেকোনো রাজ্যের সরকার কিংবা কোনো মন্দির কর্তৃপক্ষ ওই সময় এক ব্যক্তিকে সেখানে যেতে দিতে অনুমতি দেবে যেই ব্যক্তির রাজনৈতিক দল রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব বয়কট করেছে। এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন সেই সময় রাহুল গান্ধী যদি বটদ্রবা থানে গিয়ে উপস্থিত হতেন তাহলে পরিস্থিতি কি পর্যায়ে এসে দাঁড়াতো সেটা অনুধাবন করা যায় না। এর ফলে বটদ্রবা থান পরিচালনা কমিটি এবং অসম সরকারের তরফে রাহুল গান্ধীকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল তিনি যেন তিনটের আগে সেখানে যান না। এক্ষেত্রে তাকে যেতে বাধা দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে তিনটের পরে যাতে তিনি সেখানে যান। মহাপুরুষ শ্রী শংকরদেবের জন্মভূমিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাত্র দুই ঘঃটার জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না রাহুল গান্ধী। তিনি এতো বড় ভিভিআইপি। অথচ বটদ্রবা থানে না গিয়ে তিনি সেখানে তামাশার সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া সারাদেশ জুড়ে রাহুল গান্ধী এই বার্তা দিতে চাইছিলেন যে সরকার তাকে বটদ্রবা থানে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করেছে। অথচ রাহুল গান্ধীকে সেখানে যেতে বারণ করা হয়নি। শুধু এটা বলা হয়েছিল যে অযোধ্যায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি যাতে সেখানে না যান। কারণ সেখানে হাজার হাজার ব্যক্তি রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করছিলেন। সেই সময় যদি রাহুল গান্ধী সেখানে যেতেন তাহলে একটি ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি এটা চাচ্ছিলেন না যে অযোধ্যায় রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মহোৎসব বিষয়টি অন্যদিকে গতি করে। রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে ড্রামা করে অযোধ্যা থেকে সাধারণ জনতার মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। কিন্তু সরকার সেটা হতে দেয়নি। এবার রাহুল গান্ধীর প্রতি তার প্রশ্ন তিনি আমগুড়ি থেকে এসেছেন, হলোঙ্গাপার অতিক্রম করে এসেছেন। তাহলে রাহুল গান্ধী কেন লাচিত বরফুকনের মৈদামে যাননি। লাচিত বরফুকনের ৪০০ বছরের জন্ম জয়ন্তীতে একটি টুইট পর্যন্ত করেননি রাহুল গান্ধী। এবার তার কাছে সুযোগ ছিল। এরপরেও তিনি লাচিত বরফুকনের সমাধিস্থলে যাননি। রাহুল যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন সেটার থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে ছিল এই সমাধিস্থল। অসমে কেউ এসেছেন সমাধিস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু সমাধিস্থলে প্রবেশ করেননি এটার অর্থ কি বলে বের করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন ফের রাহুল গান্ধী বটদ্রবা থান অতিক্রম করে গুয়াহাটি মহানগরে এলেন অথচ মা কামাখ্যা মন্দির দর্শন করতে যাননি। সেখানে যেতে অসম সরকার বারণ করেছিল কি সেই প্রশ্ন স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাহুল গান্ধী সমাধিস্থলে যাননি, কামাখ্যা মন্দির দর্শন করেননি এরপর মহানগরের ভূপেন হাজারিকার সমাধিস্থলেও দুই মিনিটের জন্য দাঁড়ান নি। এরপর এর আগে হাজোর পোয়া মক্কা এবং হয়গ্রিব মাধব মন্দিরের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেছেন রাহুল গান্ধী। পোয়া মক্কা এবং সেই মন্দির রাজ্যের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এক পূর্ণস্থান। দুটি সম্প্রদায়ের জন্য এক আরাধ্য স্থান পোয়া মক্কা এবং হয়গ্রিব মাধব মন্দিরের সামনে বিভিন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা করছিলেন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য কিন্তু তিনি সেখানেও যাননি। এরপর রাহুল গান্ধী বরপেটা দিয়ে গেলেন। সেখানে পাতবউসি সত্রে শ্রীমন্ত শংকর দেব জীবনের অমূল্য সময় সেখানে কাটিয়েছিলেন। যেহেতু বটদ্রবা থানে যেতে পারেননি ফলে পাতবউসি তিনি কেন গেলেন না এই প্রশ্ন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এরপরে রাজ্যের সর্ববৃহৎ সত্র, বরপেটা সত্রে পর্যন্ত যাননি তিনি। এদিন সকালে রাহুল গান্ধী ধুবড়ি হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি ধুবড়ির গুরুদুয়ারে যাননি যেখানে গুরু তেগ বাহাদুর এসেছিলেন। রাহুল গান্ধী অসমে এলেন অথচ লাচিত বরফুকনের সমাধিস্থলে যাননি, ভূপেন হাজারিকার সমাধিস্থলে যাননি, বরপেটার পাতবউসি সত্রে যাননি, ধুবড়ির বিশাল গুরুদুয়ারে পর্যন্ত যাননি। কেন তিনি সেখানে গেলেন না। সরকার তো কখনো যেতে বারণ করেনি। উল্টো মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের নেতাদের বলেছেন রাহুল গান্ধীকে পাতবউসি সত্রে নিয়ে যেতে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাহুল গান্ধী যোরহাটের লাচিত বরফুকনের সমাধিস্থলে না গিয়ে, বরপেটার পাতবউসি সত্রে না গিয়ে, কামাখ্যা মন্দিরে না গিয়ে, ধুবড়ির গুরুদুয়ারে না গিয়ে যে অহংকার দেখিয়েছেন সেটার লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসী যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন লোকসভা নির্বাচনে অসমে কংগ্রেস আগের থেকেও কম আসন পাবে। তাছাড়া ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে বিজেপি কংগ্রেসকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। এটাও তার প্রতিশ্রুতি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমে যে যে লোকসভা কেন্দ্রে রাহুল গান্ধী সফর করেছেন সেই প্রতিটি কেন্দ্রে কংগ্রেস পরাজিত হবে এবং জয়লাভ করবে বিজেপি। তবে একজন মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি চাইছেন রাহুল গান্ধী প্রত্যেক স্থানে যেন প্রচার অভিযানে অংশ নেন। কারণ রাহুল গান্ধী প্রচার অফিসের অংশ নিলে বিজেপি লাভবান হবে। ফলে বিজেপি তাকে চাইছে বললাম মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসন্ন রায়ের নিউটাউনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি

কলকাতা ঃ শিক্ষক নিযোগে দুর্নীতি মামলা শহরের একাধিক জায়গায় ইডির হানা। প্রসন্ন রায়ের নিউটাউনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি। ইতিমধ্যেই প্রসন্ন রায় সিবিআই এর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে। সিবিআই এর মামলা থেকে জামিন পেলে এবার ইডির হানা প্রসন্ন রায়ের বাড়ি ও অফিস সহ একাধিক জায়গায়। শিক্ষক নিযোগে দুর্নীতি মামলায় মিডিলম্যান হিসেবে কাজ করত প্রসন্নকুমার রায়, ইডি সূত্রে খবর, ৪০০টিরও বেশি জায়গায় সম্পত্তি রয়েছে প্রসন্ন কুমার রায়ের তার এই সম্পত্তির কি সোর্স তা নিয়ে এবার তদন্তে নেমেছে ইডি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নিউ টাউন বলাকা আবাসনের দুটি বাড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আইডিয়াল ভিলা সহ একাধিক জায়গায় ইডি তল্লাশি অভিযান

বিক্ষোভ চালালো অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের শতাধিক লোকো পাইলটেরা

মালদা ঃ ৯ ঘণ্টার বদলে একটানা ১৪ ঘণ্টার ট্রেন চালানোর ডিউটি সহ চালকদের নানান সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালালো অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের শতাধিক লোকো পাইলটেরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মালদার ইংরেজবাজার শহরের পূর্ব রেলের ডিআরএম অফিসে এই অবস্থান বিক্ষোভ করেন মালদা ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের লোকো পাইলটেরা। তাঁদের বক্তব্য, ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে লোকো পাইলটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শীত হোক বা গ্রীষ্ম যেকোনো মরশুমের কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী একজন লোকো পাইলট সর্বোচ্চ নয় ঘন্টা পর্যন্ত ডিউটি করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকো পাইলটদের ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা একটানা ডিউটি করতে হচ্ছে। এরফলে শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি আরো নানান সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে ট্রেন চালকদের। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের এদিন প্রায় একশোরও বেশি লোকো পাইলটেরা ডিআরএম অফিসের সামনে ধর্নায় বসে জানানো হয় তাদের প্রতিবাদের কথা। আগামীতে এই আঃেদালন সর্ববৃহৎ ভাবে রেলের বিভিন্ন ডিভিশন গুলিতেও পরিবেশিত হবে বলো জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল মুরগি ভর্তি ছোট গাড়ি

জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল মুরগি ভর্তি ছোট গাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে চালসা মালবাজারমুখী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের শালবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ গিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। যদিও দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মুরগিবোঝাই ওই গাড়িটি চালসা থেকে মালবাজারের দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে শালবাড়ি মোর সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। গাড়িতে থাকা বেশকিছু মুরগিরও মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে উদ্ধার করে চালসা ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে

কোতোয়ালী থানায় একটি স্মারকলিপি প্রদান করলেন ওই এলাকার মানুষ

জলপাইগুড়ি ঃ ড্রাগস এবং ব্রাউন সুগারের মতো নেশায় আসক্ত হচ্ছেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ন্তি পাড়ার যুব সমাজ এই অভিযোগে বুধবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালী থানায় একটি স্মারকলিপি প্রদান করলেন ওই এলাকার মানুষ। এদিন বিকেলে জয়ন্তি পাড়ার জনা ৩০ মানুষ এসপি অফিসে গিয়ে ব্রাউন সুগারের বাড়বাড়ন্ত নিয়েও অভিযোগ জানান। পরে সন্ধ্যায় এসে স্মারকলিপি প্রদান করেন। জয়ন্তি পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্টেশন চত্বর থেকে শুরু করে হাই স্কুলের মাঠের চারপাশ দিয়ে চলে এই ড্রাগস এবং ব্রাউন সুগারের নেশা। নেশার খরচ যোগাতে ছিনতাইয়ের প্রবণতাও বেড়েছে ওই এলাকায়। বাড়ির মহিলারা ওই রাস্তা দিয়ে যেতে সংশয় বোধ করেন। তাই বাধ্য হয়ে তারা আজ পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। অন্যদিকে, মীনা দাসের যুক্তি, এই ব্রাউন সুগারের নেশায় শেষ হয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও এই জালে পা দিচ্ছে। টাকা যোগান না করতে পারলে তার বাড়ির লোকজনকেও মারধর করেছে। পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক এই দাবী জানিয়ে জয়ন্তি পাড়ার সকলে মিলে আজ থানায় অভিযোগ জানালাম।

ভাপা পিঠার দোকানে ভিড় জমেছেন ক্রেতারা

হলদিবাড়ি ঃ কনকনে শীতের মাঝে খেজুরের গুড়ের গরম গরম ভাপা পিঠার স্বাদ গ্রহণ করতে ভাপা পিঠার দোকানে ভিড় জমেছেন ক্রেতারা। গরম ভাপের ধোঁয়া উড়ানো ভাপা পিঠায় খানিকটা ফু দিয়ে মুখে পুরতেই জিভে জল এসে যায় শীতের সকালে ভাপা পিঠা প্রেমী মানুষদের। কিন্তু এতটাই সাদে গুনে ভরপুর যে বিক্রেতারা ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। সেরকমই ভাপা পিটার প্রস্তুত এবং বিক্রির কিছু চিত্র ক্যামেরাবন্দি হলো মেখলিগঞ্জ মহাকুমার হলদিবাড়ি ব্লকের কাশিয়াবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়।।।। ভাপা পিঠা প্রস্তুতকারক গঙ্গা শিকারী বলেন প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ কেজি চালের ভাপা পিঠা প্রস্তুত করেন তিনি। তবুও ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে পারেন না। তিনি আরো বলেন খেজুরের গুড়ের সুস্বাদু ভাপা পিঠা তৈরি করে তিনি আর্থিকভাবে অনেকটাই সচ্ছলতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर चतरा जिले वासियों को हार्दिक बधाई

निवेदक
इंदर कुमार
जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रंजीत कुमार
अध्यक्ष, बोकारो जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
GRIZZLY COLLEGE OF PHARMACY
D. PHARMA COLLEGE
www.grizzlypharmacy.org
7070098731
Urwan, Dist.- Koderma - 825409 (Jharkhand)

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

निवेदक इन्द्र कुमार
जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

द्रोपती देवी मुखिया
जीमा पंचायत ,प्रखंड कुडू

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अवधेश उरांव आदिवासी छात्र संघ लोहरदगा जिला अध्यक्ष

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

सरजू कुमार साहू
भारतीय जनता पार्टी युवामोर्चा
कुडू मंडल अध्यक्ष

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अनिल कुमार, अंचल अधिकारी, चतरा

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पंकज मिश्रा प्रिंसिपल एच बी एल पब्लिक स्कूल, छत्तरपुर

श्रीमती अंजना मिश्रा निर्देशक एच बी एल पब्लिक स्कूल, छत्तरपुर

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

उदय सिंह
अध्यक्ष, महाराणा प्रताप विचार मंच सह सचिव, कांग्रेस पार्टी बोकारो

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सिंहपुर इंटर महाविद्यालय, सिंहपुर
JAC RANCHI से स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त।
उत्कर्ष आईटीआई, सिंहपुर

रामगढ़ विधान सभा वासियों को 75 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

ममता देवी
पूर्व विधायक
रामगढ़

बजरंग महतो
कांग्रेस नेता
सह समाजसेवी

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हेरेन्द्र कुमार
जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी (बोकारो)
सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी (चन्दनकियारी)

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पुष्पा देवी विधायक छत्तरपुर

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

रंजीत जायसवाल (फंटूस) पूर्व उपप्रमुख छत्तरपुर जिला परिषद प्रतिनिधि झामुमो नेता

सभी देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएं

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रूपलाल मांझी
झामुमो बुद्धिजीवी मोर्चा, बोकारो झारखंड

आप सभी देशवासियों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक :- प्रशासक

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दिनेश बेसरा
पूर्व केंद्रीय सचिव
झामुमो बुद्धिजीवी मोर्चा झारखंड

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सहयोगिनी

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

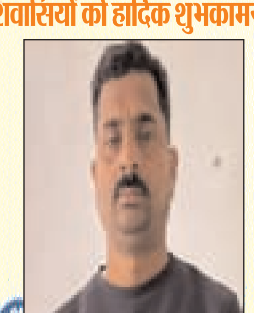

कैलाश सिंह जय मां मंगला गवरी स्टोन क्रशर करमा कला छत्तरपुर

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

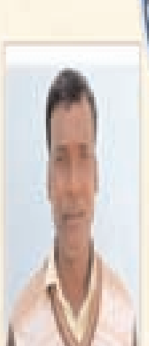

शिशुपाल महतो
समाजसेवी मंझुरा पंचायत

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

देव शर्मा
प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा (झारखंड)

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दिलीप हेम्ब्रम

75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रामदयाल सहि "गोकुल"
संगठन सचिव,
झामुमो बोकारो, झारखंड

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

Laxmi narayan tiwary
PGT Math Chunnilal +2 H/S Lohardaga

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अरबिंद कुमार वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा

সম্পাদকীয়

সামরিক সামর্থ্য বাড়িয়েই চলেছে মিয়ানমার, এত অস্ত্র পায় কোথা থেকে

কয়েকদিন আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা এক বিবৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে অর্থ সাহায্য এবং অস্ত্র সরবারহ কমানোর আহ্বান জানিয়েছে। দেশটির জনগণের ওপর নিপীড়ন বন্ধের জন্য এ পদক্ষেপের আহ্বান জানায় সংস্থাটি। সামরিক শক্তির দিক থেকে মিয়ানমার তার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের থেকে দেশটির অবস্থান শক্তিশালী। অং সান সুচির রাজনৈতিক দল এনএলডি নির্বাচনে বিজয়ের পর ক্ষমতায় তাদের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর ঠিক আগে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখল করে। ওই সেনা অভ্যুত্থানের পর দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো। যে কারণে মিয়ানমার এক রকম বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশটির সামরিক সামর্থ্য কমেনি বা তাদের সমরাস্ত্র কেনা থেমে নেই। এ বছর বিশ্বের ১৪২টি রাষ্ট্রের সামরিক সামর্থ্যের একটি সূচক প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার নামে একটি সংস্থা। এতে মিয়ানমারের অবস্থান ৩৯ নম্বরে রয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান এই তালিকায় ৪৬। অর্থাৎ সামরিক শক্তির দিক দিয়ে বাংলাদেশের চাইতে ৭ ধাপ এগিয়ে রয়েছে মিয়ানমার। সূচক অনুযায়ী, সামরিক সামর্থ্যের দিক থেকে এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। এরপরেই রয়েছে রাশিয়া, চীন, ভারত এবং জাপান। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সামরিক শক্তির দিক থেকে ১৮তম অবস্থানে আছে মিয়ানমার। দেশটির বহরে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র থেকে শুরু করে

সাবমেরিন এবং নজরদারি করার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি পর্যন্ত সবই রয়েছে। ফি বছর দেশটি তাদের সামরিক সামর্থ্য বাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই সাথে বাড়ছে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেটের আকার। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্স বলছে, ২০২২ সালে প্রতিরক্ষা খাতে মিয়ানমারের বরাদ্দ সাড়ে ২২৮ কোটি মার্কিন ডলার। এই মূহুর্তে দেশটির সৈন্য সংখ্যাও কম নয়। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের ২০২২ সালের ইনডেক্স বলছে, দেশটির সেনাবাহিনীতে এখন সৈন্য সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে চার লাখ। মিয়ানমারের সৈন্য সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে চার লাখ এবং প্যারামিলিটারি বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার। আকাশপথে মিয়ানমারের সামরিক সামর্থ্যও বেড়েছে গত কয়েক বছরে। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্স অনুযায়ী, মিয়ানমারের রয়েছে ২৮০টি বিমানের এক বহর। এর মধ্যে ফাইটার বা ইন্টারসেপ্টর এয়ারক্রাফট ৫৫টি। প্রশিক্ষণ বিমান ৯৩টি এবং আক্রমণ চালানোর জন্য সংরক্ষিত বিমানের সংখ্যা ২১টি। এছাড়া যুদ্ধ বিমান পরিবাহী যানের সংখ্যা ২৬টি। মিয়ানমারের হেলিকপ্টার আছে ৮০টি এবং অ্যাটাক হেলিকপ্টারের সংখ্যা ৯টি। সামরিক যানের মধ্যে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর মোট ট্যাংক রয়েছে ৬৬৪টি। সাঁজোয়া যান রয়েছে ১৫৮৭টি। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় আর্টিলারি গান বা কামানের সংখ্যা ১৯০টি। টানা কামান আছে ১৮৬৯টি। মিয়ানমারের সামরিক বহরে রকেট প্রজেক্টর আছে ৪৮৬টি। এছাড়া দেশটির যুদ্ধবহরে নৌযান আছে মোট ১৫৫টি। এর মধ্যে ফ্রিগেট আছে পাঁচটি, ছোট যুদ্ধ জাহাজ কর্ভেটসের সংখ্যা তিনটি। টহল জাহাজের সংখ্যা ১৩৩টি। মিয়ানমারের একটি সাবমেরিন আছে। এছাড়া মাইন ওয়ারফেয়ার ক্রাফট আছে দুইটি। এছাড়া দেশটির জনগণের ওপর নজরদারি করার জন্য ইসরায়েলের কাছ থেকে পেগাসাস নামের একটি সফটওয়্যারও কিনেছে মিয়ানমার। এই সফটওয়্যার দিয়ে মোবাইল ফোন হ্যাক করে গোপনে নজরদারি চালানো যায় যেকোন ব্যক্তির ওপর। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্স ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী মিয়ানমারের রয়েছে সমরাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার। এর মধ্যে ভারী অস্ত্রের পুরোটাই দেশটি বিদেশ থেকে কেনে। তবে, হালকা অস্ত্র তৈরির জন্য মিয়ানমারের নিজস্ব সমরাস্ত্র কারখানা আছে। যদিও ২০১৯ সালে জাতিসংঘের ফ্যাক্টফাইন্ডিং মিশন টিম মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছিল। সেসময় ওই টিমের দেয়া রিপোর্টে মিয়ানমারের কাছে কোন কোন দেশ অস্ত্র বিক্রি করে সে সম্পর্কে বলা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়, সামরিক জান্তার নিপীড়নে দেশটির সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন মানবিক পরিস্থিতির মুখে পড়েছে তখনো সাতটি দেশের কয়েকটি কোম্পানি মিয়ানমারকে অস্ত্র সরবারহ করেছে। এর মধ্যে ২০১৬ সাল থেকে চীন, উত্তর কোরিয়া, ভারত, ইসরায়েল, ফিলিপাইনস, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের ১৪টি কোম্পানি যুদ্ধ বিমান, সাঁজোয়া যান, যুদ্ধজাহাজ, মিসাইল এবং মিসাইল লঞ্চার সরবারহ করছে বলে ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

জানা অজানা

যেবার নৌযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশ ও মিয়ানমার

বাংলাদেশ ও বার্মা, বিশ্বের দরিদ্রতম দুটি দেশ বিতর্কিত গ্যাসক্ষেত্র নিয়ে বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে - ২০০৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর প্রকাশিত ব্রিটিশ গণমাধ্যম দা গার্ডিয়ানের একটি প্রতিবেদনের শুরুটা ছিল এমন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মাধ্যমেও উঠে আসে সমুদ্রে বাংলাদেশ বার্মার নৌবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থানের বিষয়টি। তখন সমুদ্রে মিয়ানমার বা ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত ছিল না। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দেশদুটিকে দরিদ্র হিসেবেই দেখা হতো। ফলে সম্পদের প্রশ্নে টানাপোড়েনও ছিল বেশি। বঙ্গোপসাগরে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত গ্যাস ও তেলের আধার থাকতে পারে এমন ধারণা দিচ্ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। মিয়ানমার গ্যাসের যে হিসাব নিকাশ করছিলো সেদিকে ভারত এবং কোরিয়ারও আগ্রহ ছিলো।তবে বাংলাদেশকে এখানে অনেকটা বাধা হিসেবেই দেখা হচ্ছিলো বলে উঠে আসে বিভিন্ন নিবন্ধে। তেল বা গ্যাস যে কোন দেশের অর্থনীতির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেসময় বাংলাদেশে সমুদ্রে গ্যাসক্ষেত্র ইজারা দেয়ার প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়া চলছিল যেটা নিয়ে বিতর্ক চলছিলো। তখনো দেশে জরুরি অবস্থা চলছে এবং অনির্বাচিত সরকারের গ্যাসক্ষেত্র বিদেশি কোম্পানিকে তুলে দেয়ার বিরুদ্ধে ৩১শে অক্টোবর (২০০৮) একটি মানববন্ধনও হয়। তবে বাংলাদেশের সেসব গ্যাসক্ষেত্র নিয়ে মিয়ানমারের সাথে বিরোধ ছিল না। কিন্তু মিয়ানমার যেদিকে গ্যাস অনুসন্ধানের পরিকল্পনা করছিলো সে জায়গাটি কোন দেশের অংশ সেটা পুরোপুরি পরিস্কার ছিল না। মিয়ানমার দাইয়ু নামে একটি কোরিয়ান কোম্পানির সাথে চুক্তি করে সাগরে তেল গ্যাস আহরণের দায়িত্ব দেয়। তারাই সমুদ্রে গ্যাসের অনুসন্ধানে ড্রিলিং চালাতে ৪টি জাহাজ নিয়ে নামে। তাদের পাহারায় ছিলো মিয়ানমার নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ। দিনটি ছিল ২০০৮ সালের নভেম্বরের ১ তারিখ শনিবার। মিয়ানমারের জাহাজের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করতে অবস্থান নেয় বাংলাদেশের মোট ৪ টি জাহাজ। বিএনএস নির্ভয়, বিএনএস আবু বকর ও বিএনএস মধুমতি এই ৩ টি জাহাজ প্রথমে অবস্থান নেয়, এরপর বিএনএস কপোতাক্ষ নামেও আরেকটি ফ্রিগেট জাহাজ তাদের সাথে যোগ দেয়। মূলত নভেম্বরের ৩ তারিখ বিষয়টি সংবাদমাধ্যমগুলোতে উঠে আসে। নৌবাহিনী তাদের সরে যেতে বলার পর বেলা ১২ টার দিকে ৩ টি জাহাজ চলে যায়, কিন্তু বিকেল সাড়ে ৪ টায় আবার ফিরে আসে। একই প্রতিবেদনে এও বলা হয় সেসব জাহাজের দুটি বাহামার, একটি ভারতের ও একটি বেলিজের এবং সেখানে অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও মিয়ানমারের ২০০ প্রকৌশলীকর্মী রয়েছেন। বাংলাদেশি সূত্র দিয়ে বিবিসি নিউজের ইংরেজি খবরে উল্লেখ করা হয় যে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের প্রায় ৫০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঘটনাটি ঘটেছে যেটাকে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ হিসেবে দেখছে। বিরোধপূর্ণ সে এলাকা নিজেদের বলে দাবি ছিল বাংলাদেশ মিয়ানমার দুই দেশেরই।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে নাইট্রোজেন গ্যাসের ব্যবহার কেন? যেসব দেশে এখনও মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে

প্রথমবারের মতো নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
এছাড়াও জাপানি এক ব্যক্তিকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে ৩৬ জনকে হত্যার ঘটনায় তাকে এই শাস্তি দেয়া হয়।
অনেক দেশ মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিল করলেও বিশ্বব্যাপী এই সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকরের সংখ্যা বাড়ছে।

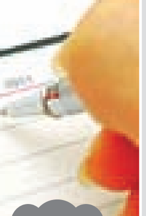

সুজয়
প্রাবন্ধিক

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামাতে কেনেথ ইউজিন স্মিথ নামে এক ব্যক্তিকে প্রথমবারের মতো নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এর আগে, ২০২২ সালের নভেম্বরে প্রাণনাশক ইনজেকশনের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সিদ্ধান্ত হয়।
তবে দুই শিরায় ইনজেকশন দেয়ার কথা থাকলেও কারাগারের লোকজন একটি শিরায় সেটি প্রয়োগ করে।
আরেকটি ইনজেকশন দেয়ার ঘণ্টাব্যাপী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পরে তা বন্ধ করা হয়।
শেষ পর্যন্ত নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।
১৯৮৮ সালে একজন যাজকের স্ত্রীকে হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় আদালত।
মি. স্মিথের আইনজীবীরা অপরীক্ষিত এই পদ্ধতিকে নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক শাস্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।
আলাবামাসহ দেশটির আরও দুইটি রাজ্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে নাইট্রোজেন ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে।
সাধারণত এক্ষেত্রে যে প্রাণনাশক ওষুধ ইনজেকশনে ব্যবহার করা হয় সেগুলো পাওয়া কঠিন হয়ে যাওয়ায় এই গ্যাস ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
প্রাণনাশক ওষুধের ঘাটতি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে।
নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। তবে এবারই প্রথম এই পদ্ধতির ব্যবহার করা হলো।
যদিও সময়ের সঙ্গে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রথার জনপ্রিয়তা ক্রমাগত কমছেই, তবু এর ফলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যম হিসেবে নতুন একটি পথ তৈরি হয়েছে।
বর্তমানে বিশ্বের কয়টি দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর আছে?
মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০২২ সালের সবশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঃ
বিশ্বের ৫৫টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে
এরমধ্যে নয়টি দেশে একাধিক হত্যা বা যুদ্ধাপরাধের মতো গুরুতর অপরাধের জন্যই কেবল মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে
আর ২৩টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলেও গত ১০ বছরে তা প্রয়োগ করা হয়নি
প্রতি বছর কত মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়?
সরকারি পরিসংখ্যান, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার ও প্রতিনিধিদের কাছ থেকে নেয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপাত্ত তৈরি করে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।
সংস্থাটির ধারণা, প্রতি বছর হাজার হাজার অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে এক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে আছে চীন। তবে দেশটি যেহেতু এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে না, তাই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া ব্যক্তিদের নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়াও সম্ভব না।
চীন বাদে ২০২২ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপী ৮৮৩টি মৃত্যুদণ্ড নথিভুক্ত করেছে, যা ২০১৭ সালের পর সর্বোচ্চ।

তবে এই সংখ্যা ১৯৮৮, ১৯৮৯ বা ২০১৫ সালের পরিসংখ্যানের তুলনায় অনেক কম। এই সালগুলোতে কেবল এক বছরেই ১ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আরও বলছে, ২০২২ সালে ৫২টি দেশে কমপক্ষে ২ হাজার ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।
সংস্থাটির বিশ্বাস, ২০২২ সালে বছর শেষে বিশ্বব্যাপী অন্তত ২৮ হাজার ২৮২ জন মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পেয়েছিল।
অনেক বন্দী তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার আগে বছরের পর বছর এমনকি কয়েক দশক পর্যন্ত জেলে কাটায়।

মৃত্যুদণ্ড

কোন দেশ সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে থাকে ?
২০২২ সালে ২০টি দেশ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে, যেখানে ২০২১ সালেই এই সংখ্যা ছিল ১৮।
চীন ছাড়াও সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দেশের মধ্যে আছে ইরান, সৌদি আরব, মিশর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
অ্যামনেস্টির তথ্যমতে, ২০২২ সালে ইরানে কমপক্ষে তিনটি মৃত্যুদণ্ড প্রকাশ্যে কার্যকর করা হয়েছে।
এমনকি অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৮ বছরের কমবয়সী অন্তত পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ইরান।
বিভিন্ন দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে বিশ্বের ১১টি দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।
এই তালিকায় রয়েছে চীন, মিশর, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম এবং ইয়েমেন।
উত্তর কোরিয়া সম্ভবত একটি নির্দিষ্ট হারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে এমন একটি ধারণা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের থাকলেও সংস্থাটি স্বাধীনভাবে তা যাচাই করতে পারেনি।
২০২২ সালে সালে সৌদি আরবে যে পরিমাণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে তা গেল ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।
বাহরাইন, কমোরোস, লাওস, নাইজার এবং দক্ষিণ কোরিয়া - এই পাঁচটি দেশে বেশ কয়েক বছর ধরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করলেও ২০২২ সালে তা করেছে।
২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা বাড়লেও ১৯৯০ সালের তুলনায় সেটি অনেক কম।
মাদকঅপরাধে কতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে?
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্যমতে, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে ৩২৫টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। এরমধ্যে
ইরানে ২৫৫টি
সৌদি আরবে ৫৭টি
সিঙ্গাপুরে ১১টি
২০২৩ সালে প্রায় ২০ বছরে প্রথম কোনো মহিলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সিঙ্গাপুর। ২০১৮ সালে হেরোইন পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন সেই নারী।
কয়টি দেশ মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে?
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, তুরস্ক, নেদারল্যান্ডস, আর্জেন্টিনা পর্তুগাল, ডেনমার্কসহ ১১২টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান একেবারেই তুলে দেয়া হয়েছে। ১৯৯১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৮।
২০২২ সালে ছয়টি দেশ মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল করে দিয়েছে।
কাজাখস্তান, পাপুয়া নিউ গিনি, সিয়েরা লিওন এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক - এই চারটি দেশ মৃত্যুদণ্ডের বিধান সম্পূর্ণরূপে বাতিল করেছে।
তবে একুয়াটোরিয়াল গিনি এবং জাম্বিয়া শুধুমাত্র গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখেছে।
২০২৩ সালের এপ্রিলে হত্যা এবং সন্ত্রাসসহ ১১টি গুরুতর অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড বাতিলের পক্ষে ভোট দেয় মালয়েশিয়ার সংসদ।
একই বছর জুলাইয়ে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার পক্ষে ভোট দেয় ঘানার পার্লামেন্ট।
নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে কীভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়?
আপাতভাবে নাইট্রোজেন বিষাক্ত কোনো গ্যাস নয়। এমনকি বায়ুমণ্ডলের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে এই নাইট্রোজেন গ্যাস।
কিন্তু ঘনীভূত আকারে থাকা অবস্থায় এই গ্যাসে শ্বাস নিলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাইট্রোজেন হাইপোক্সিয়া।
এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামাসহ তিনটি রাজ্যে এই প্রক্রিয়ায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিধান করা হয়েছে।
তবে নাইট্রোজেন ব্যবহার করে 'অপরীক্ষিত' ও 'অপ্রমাণিত' হওয়ার অভিযোগ আছে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ডেথ পেনাল্টি ইনফরমেশন সেন্টারের (ডিপিআইসি) তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৯ সালের পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক রবিন মেহের বলেন, আমরা মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের বিষয়ে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বড় পরিবর্তন দেখছি।
পোলিং সংস্থা গ্যালাপ প্রায় এক শতাব্দী ধরে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি ট্র্যাক করছে। তারা বলছে, ৫৩ শতাংশ আমেরিকান খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্তদের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে।
এই সংখ্যাটি ৩০ বছর আগের তুলনায় অনেকটাই কম। কারণ সেসময় ৮০ শতাংশ আমেরিকান মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ছিল ।
মিজ মেহের বলেন, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রবণতা কমে গেছে। আমি আশা করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে।
শিরশ্ছেদের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি চালু আছে কেবল সৌদি আরবে।
তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি ফাঁসি যেটি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে।
এছাড়া প্রাণঘাতী ইনজেকশন প্রয়োগ, গুলি করে এমনকি বৈদ্যুতিক চেয়ারে শক দিয়েও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে থাকে অনেক দেশ।
মৃত্যুদণ্ডের উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ডেথ পেনাল্টি ইনফরমেশন সেন্টারের (ডিপিআইসি) তথ্যমতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা রাজ্য এবারই প্রথমবারের মতো নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে কেনেথ স্মিথ নামে একজন দোষী সাব্যস্ত খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

সাময়িকী

পেট ব্যথা কেন হয়? কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?

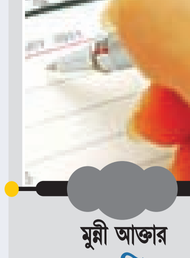

মুন্নী আক্তার
প্রাবন্ধিক

স্কুল ফাঁকি দিতে পেট ব্যথার অজুহাত তো আমরা মোটামুটি অনেকেই দিয়েছি। কিন্তু সত্যি সত্যি পেট ব্যথায় ভুগিনি এমনটাও নয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পেট ব্যথাকে আমরা পাত্তা দেই না। কারণ কিছুক্ষণ বা কিছুদিন পর এটি অনেক ক্ষেত্রে নিজ থেকেই চলে যায়। পেটের ব্যথা নানা ধরনের হয়ে থাকে। কিছু ব্যথা আছে যেগুলো হঠাৎ করে শুরু হয় এবং একটু পর ভাল হয়ে যায়। এই ব্যথা খুব তীব্র হয় না।
আবার কিছু ব্যথা আছে হঠাৎ করে শুরু হলেও বেশ তীব্র ও কষ্টদায়ক হয়। আর কিছু ব্যথা একবার শুরু হলে সেটা সহজে ভালো হয় না বা বিরতি দিয়ে চলতে থাকে। যুক্তরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্য অনুযায়ী, পেট হল পাঁজর ও শ্রোণির (পেলভিস) মধ্যবর্তী জায়গা। এই জায়গাটা হল আমাদের পাকস্থলী, যকৃত, পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্রের বাড়ি। এগুলোকে একসাথে পাচনতন্ত্র বলা হয়। এইসব অঙ্গের কোথাও যদি সামান্যতম অস্বস্তিও হয়, তাহলেই আমরা পেটে ব্যথা অনুভব করি। যদিও, পেটে ব্যথা হলেই আমাদের দেশে ধরে নেয়া হয়, এটা হয়ত আলসার বা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা। কিন্তু পেটে গ্যাস হওয়ার কারণেই যে শুধু পেটব্যথা হয়, বিষয়টা কিন্তু মোটেও তেমন না। পেটে ব্যথা পাচনতন্ত্রের যে কোনও অঙ্গ থেকে হতে পারে। আলাদা ধরনের পেট ব্যথার কারণও ভিন্ন হয়।
হঠাৎ করে পেট ব্যথা ও ঢেকুর ঃ সাধারণত পেটে বাতাস আটকে যাওয়ার কারণে পেট সাময়িক ব্যথা করতে পারে। একই সাথে ঢেকুরও উঠতে পারে। যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, যদি আপনার ঢেকুর হয় এবং একই সাথে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন হতে থাকে তাহলে এমন পেট ব্যথার কারণ হতে পারে পেটে আটকে পড়া বাতাস।
পেট ব্যথা ও ডায়রিয়া ঃ যদি ডায়রিয়ার সাথে পেট ব্যথা থাকে তার মানে হচ্ছে গ্যাসট্রোএনটারাইটিস বা পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহে এমনটা হয়েছে। সাধারণত পাকস্থলী ও অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের সংক্রমণে এই অবস্থা হয়। চিকিৎসা ছাড়াও এটি কয়েক দিন পর ভাল হয়ে যেতে পারে। গ্যাসট্রোএনটারাইটিসে আক্রান্ত কারো সংস্পর্শে এলে বা জীবাণু সমৃদ্ধ খাবার খেলে এতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যদি পেট ব্যথা ও ডায়রিয়া বার বার হয় তাহলে সেটি আবার ইরিটেবেল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস'র উপসর্গ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া পেট ভর্তি অনুভূত হওয়া, খাওয়ার পর ঢেকুর, বুক জ্বালাপোড়া, অসুস্থবোধ করলে বুঝতে হবে বদহজমের কারণে হচ্ছে। আর পাতলা পায়খানা, অসুস্থতা, বমি এগুলো পাকস্থলীতে জীবাণুর সংক্রমণ বা খাদ্য বিষক্রিয়ার লক্ষণ হতে পারে।
হঠাৎ তীব্র পেট ব্যথা ঃ পেটের কোনও অংশে হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা গুরুতর সমস্যা ডেকে আনতে পারে। চিকিৎসা নেয়া না হলে এটি খারাপ থেকে খারাপতর হতে পারে। যদি আপনার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটির পরীক্ষা দ্রুত করে ফেলতে হবে।
পেটে তীব্র ব্যথা যে কারণে হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে ঃ
১. অ্যাপেনডিসাইটিস ঃ বেশিরভাগ মানুষ অ্যাপেডিসাইটিসে আক্রান্ত হলে হঠাৎ করেই তীব্র পেট ব্যথা দেখা দেয়। সাধারণত ডান পাশের পেটের নিচের দিকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইস্টার্ন ভার্জিনিয়া মেডিকেল স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক প্যাট্রিসিয়া এল রেমন্ড বলেন, পা ভাঁজ করলে ব্যথা অনুভূত হয় কারণ এতে অ্যাপেনডিক্সের পাশে থাকা একটি পেশিতে টান পড়ে। এ ধরনের ব্যথা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
২. গ্যাস্ট্রাইটিস ঃ গ্যাস্ট্রাইটিসের কারণেও পেটে ব্যথা হয়। এছাড়া বমি বমি ভাব ও বমি হতে পারে। চিকিৎসা করানো না হলে এর ফলে গ্যাস্ট্রিক আলসার ও রক্তপাত হতে পারে। অ্যালকোহল পান, ধূমপান, হেলিকোব্যাকটর পাইলরি ব্যাকটেরিয়াসহ নানা কারণে গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে।
৩. কিডনিতে পাথর ঃ কিডনিতে হওয়া পাথর যখন মূত্রনালীতে চলাচল করে তখন পেটে ব্যথা হতে পারে। সাধারণত পিঠের নিচের দিকে এই ব্যথা শুরু হয় এবং এটি তলপেটে ছড়িয়ে পড়ে। কিডনিতে পাথর হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে, মূত্রের সঙ্গে রক্ত পড়া, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, জ্বর, মূত্র ঘোলাটে ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া এবং বমি হওয়া।
৪. ওষুধ সেবন ঃ অনেক সময় অন্য রোগের ওষুধ সেবনের কারণে পেটে ব্যথা হতে পারে। বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক, মাদক প্রতিরোধী ওষুধ, উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া প্রতিরোধের ওষুধ গ্রহণের কারণে পেটে ব্যথা হতে পারে।
৫. জীবাণুর আক্রমণ ঃ প্যারাসাইট বা জীবাণু ও কৃমি যদি পেটে চলে যায় তাহলে পেট ব্যথা হতে পারে। দূষিত পানীয় ও পানি পান বা এতে সাঁতার কাটার কারণে এই জীবাণু পেটে চলে যেতে পারে। এ ধরনের জীবাণুর আক্রমণে পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া ও বমি হতে পারে। সাধারণত দুই থেকে ১০ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। প্রচুর পরিমাণে তরল ও সাধারণ কিছু ওষুধ খেলে এটি ভালও হয়ে যায়।
৬. পেলভিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিস বা পিআইডি বা প্রদাহজনিত রোগ ঃ ফ্যালোপিয়ান টিউব, জরায়ু বা ডিম্বাশয়ে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে পেটে প্রদাহজনিত রোগ দেখা দেয়। এর ফলে নাভির নিচে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে। যৌন সংক্রমিত রোগ বা এসটিডি যেমন গনোরিয়ার কারণে এই প্রদাহ দেখা দেয়।
৭. মানসিক চাপঃ মানসিক চাপের কারণে পেট ব্যথা, মাথাব্যথা, উচ্চরক্তচাপ ও ইনসমনিয়া বা ঘুমের সমস্যা হতে পারে। এছাড়া বদহজম, ব্যথা ও ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস'র মতো রোগ দেখা দিতে পারে।
৮. আলসারঃ পেটে ব্যথার একটি সাধারণ কারণ হচ্ছে পেপটিক আলসার। এর কারণে পেটের উপরের দিকে মাঝ বরাবর ব্যথা হয়। সাধারণত খাওয়ার পরপরই এই ব্যথা শুরু হয়।
৯. ক্রটিযুক্ত গর্ভধারণ ঃ যখন গর্ভাশয়ের বাইরে কোনও নিষিক্ত ডিম্বাণু বিকশিত হতে শুরু করে তখন তাকে একটোপিক প্রেগন্যান্সি বা ক্রটিযুক্ত গর্ভধারণ বলা হয়। এর চিকিৎসা না করানো হলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।
দীর্ঘস্থায়ী বা বার বার ফিরে আসা পেট ব্যথা ঃ দীর্ঘদিন ধরে যদি বার বার পেট ব্যথা হয় তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ ধরণের পেটব্যথার পেছনে সাধারণত জটিল কারণ থাকে না এবং সেগুলো চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে উঠা সম্ভব। এই পেট ব্যথার কারণ হতে পারে, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস। সাধারণত টয়লেটে গেলে এই ব্যথা শুরু হয়। এছাড়া পেটে প্রদাহজনিত রোগ এবং মূত্রনালীতে সংক্রমণের জন্য পেট ব্যথা হতে পারে। মূত্রনালীতে সংক্রমণ হলে বার বার পেট ব্যথা হয় এবং প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া হতে পারে। কোষ্ঠ্যকাঠিন্যের কারণেও দীর্ঘস্থায়ী পেট ব্যথা বা বার বার পেট ব্যথা হতে পারে। পেটব্যথার সাথে মলত্যাগ না হওয়ার লক্ষণ থাকলে সেটি কোষ্ঠ্যকাঠিন্যের লক্ষণ। নারীদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময় পেট ব্যথা হতে পারে। এছাড়া পাকস্থলীর আলসার, বুক জ্বালাপোড়া ও পাকস্থলীর এসিড নিঃসরণের কারণেও পেট ব্যথা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে বার বার পেট ব্যথার একটি সাধারণ কারণ গ্যাস্ট্রাইটিস বা পাকস্থলীর প্রদাহ।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?
পেট ব্যথার সাথে নিচের উপসর্গ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে
পেট ব্যথা যদি দ্রুত বাড়তে থাকে
পেট ব্যথা বা ঢেকুর তোলা থামছে না এবং একটু পর পর আবার শুরু হচ্ছে
পেট ব্যথার সাথে খাবার গিলতে সমস্যা হচ্ছে
চেষ্টা না করেও ওজন কমছে
বার বার প্রস্রাব হচ্ছে কিংবা একেবারেই প্রস্রাব হচ্ছে না
প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া হচ্ছে
মলদ্বার বা মূত্রনালী থেকে রক্তপাত হচ্ছে বা অস্বাভাবিকভাবে অন্য কোনও তরল নির্গত হচ্ছে

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিদের আয়ুষ্মান কার্ড, অরুণোদয় প্রকল্প সহ যাবতীয় সুবিধা প্রদান করার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অরুণোদয় প্রকল্পকে রাজনীতির থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে, পরবর্তী বাজেটে এই প্রকল্পে অধিক সুবিধা যোগ করার ইঙ্গিত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের প্রতি জন মন্ত্রী এবং বিধায়ক বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় আযোজিত হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। তবে শুধু অংশগ্রহণ করা নয় হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিদের আয়ুষ্মান কার্ড, অরুণোদয় প্রকল্প সহ যাবতীয় সুবিধা প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অরুণোদয় প্রকল্পকে রাজনীতির থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে। তাছাড়া পরবর্তী বাজেটে এই প্রকল্পে অধিক সুবিধা যোগ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত উজান অসমের শিবসাগর জেলার নাজিরাতে বুধবার আযোজিত হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন যেই ব্যক্তিরা রেশন কার্ড পেয়েছেন তারা প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান অসম এর অধীনে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পাবেন। তাছাড়া রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিদের উজালা গ্যাসের হিতাধিকারী করা হবে। এর মাধ্যমে এই ব্যক্তিরা অন্যান্যদের তুলনায় প্রতিমাসে ৩০০ টাকা কম মূল্যে গ্যাসের সুবিধা পাবেন। ভবিষ্যৎ কালে অর্থাৎ আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে রেশন কার্ড থাকা পরিবারের মুরুব্বীকে প্রধানমন্ত্রী বীমা যোজনা এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষা যোজনা যে প্রকল্প রয়েছে সেটার বিনামূল্যে হিতাধিকারী করা হবে। যাতে প্রতিটি পরিবারের সুরক্ষা থাকে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আগামী বছর অরুণোদয় প্রকল্পের রিস্ট্রাকচার করা হবে। যাতে প্রত্যেক রেশন কার্ড থাকা পরিবারকে ধীরে ধীরে অরুণোদয় প্রকল্প দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ অসমে ৫২ লক্ষ পরিবারের হাতে রেশন কার্ড রয়েছে। এবার এই ৫২ লক্ষ পরিবারকে অরুণোদয় প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। একসঙ্গে এটা হবে না। দুই তিন লক্ষ করে প্রতিবছর যদি হিতাধিকারী বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আগামী ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে সরকার নিজের লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এটাকে সেচুরেশন বলা হয়। অর্থাৎ ১০০ শতাংশ প্রকল্পের সফলতা। এইদিকে এবার সরকার ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে চাইছে।

তিনি বলেন অরুণোদয় প্রকল্পকে রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়নি। তবে প্রত্যেক বছরে অরুণোদয় প্রকল্পে কিছু না কিছু নতুন বিষয় সংযোজন ঘটানো হয়। এবারের বাজেটেও একইভাবে সাধারণ জনতা অরুণোদয় প্রকল্পে নতুনত্বের বিষয় জানতে পারবেন। তবে নির্বাচন বলে অরুণোদয় প্রকল্পে নতুন কিছু করা হয়নি। কারণ সরকার হিতাধিকারীর রাজনীতি করন করতে চায় না। বরং নিজস্ব নিয়মে এইসব প্রকল্প চলতে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রাজ্যে পুনরায় ৩৫ হাজার যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আগামী জুন জুলাই এর মধ্যে তৃতীয় চতুর্থ বর্গের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। কারণ নিয়মিতভাবে সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরেও আজও চাকরি থেকে বঞ্চিত থাকা প্রতি জনের কাছে নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। রাজ্যে পুনরায় ৩৫ হাজার যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন আগামী জুন জুলাই এর মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ বর্গের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অসম পুলিশের পাশাপাশি তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গে নিযুক্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মূলত হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গত উজান অসমের শিবসাগর জেলার নাজিরাতে বুধবার আযোজিত হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেখানে নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কয়েকজন যুবক তাকে জিজ্ঞেস করেছেন পুলিশের নিযুক্তির ক্ষেত্রে পরবর্তী দৌড় কবে আযোজিত হবে। এই সংক্রান্ত তিনি বলেন আগামী জুন জুলাই মাসে পুলিশের দৌড় শুরু করা হবে এবং এর পাশাপাশি তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের চাকরির জন্য নতুন করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় ৩৫ হাজার যুবক যুবতীরা ফের সরকারি চাকরির সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ এক লক্ষ চাকরি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার এক লক্ষের সঙ্গে ফের ৩৫ হাজার চাকরি দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি নির্বাচনের সময় এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনিও এক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছেন। যাতে সরকার এভাবে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন সরকার ইতিমধ্যে এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। তবে এবার এক লক্ষের পাশাপাশি নতুন করে ৩৫ হাজার চাকরি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবে রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের মুখে হাসি ফুটেছে। ফলে যুবক যুবতীরা এবার আগামী জুন জুলাই মাসের অপেক্ষা করা শুরু করে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে রজ্জু করা ফৌজদারী মামলা এবার সিআইডি বিভাগে স্থানান্তর করার নির্দেশ ডিজিপি জিপি সিংহের

গুয়াহাটি মহানগরে কংগ্রেস এবং পুলিশের খন্ড যুদ্ধের ঘটনার তদন্তের জন্য এডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বে এসআইটি গঠন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই মহানগরের বশিষ্ঠ থানায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করেছিল গুয়াহাটি পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে রজ্জু করা ফৌজদারী মামলা এবার সিআইডি বিভাগে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। গুয়াহাটি মহানগরে কংগ্রেস এবং পুলিশের খন্ড যুদ্ধের ঘটনার তদন্তের জন্য ইতিমধ্যে এডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা গুয়াহাটি মহানগরের জিএস রোডে প্রবেশ করার প্রচেষ্টার পর সেটা বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশকে লাঠিচার্জের ফলে খানাপাড়ায় এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেসের এই তৎপরতাকে নকশাল কার্যকলাপ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া তিনি এক টুইট এর মাধ্যমে ডিজিপি জিপি সিংহকে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রজ্জু করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের পর তাকে গ্রেফতার করার হুংকার দিয়েছিলেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর টুইট করার পরেই মহানগরের বশিষ্ঠ থানায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বুধবার এক টুইট এর মাধ্যমে ডিজিপি জিপি সিংহ জানান রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মহানগরের বশিষ্ঠ থানায় বিভিন্ন ধারার অধীনে ৫৫২৪ নম্বরের এক মামলা রজ্জু করা হয়েছে। তবে ২৩ জানুয়ারি গুয়াহাটি মহানগরে কংগ্রেসের এই আইন ভঙ্গকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রজ্জু করা মামলা এবার সিআইডি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য এডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

পুরুলিয়া ঃ দুই পদ্ম বাঘমুন্ডি তে, শুভেচ্ছার বন্যা

পুরুলিয়া (অনিশা গোরাই) ঃ পদ্মশ্রী স্বর্গীয় গম্ভীর সিং মুড়ার পর বাঘমুন্ডির আরো দুজন শিল্পীর পদ্মশ্রী পুরস্কারে নাম ঘোষণা হতেই এলাকা জুড়ে খুশির আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে দিল্লি থেকে পুরুলিয়া তথা বাঘমুন্ডির দুই শিল্পী চড়িদা গ্রামের মৃৎ শিল্পী স্বর্গীয় নেপাল চন্দ্র সূত্রধর এবং সিন্দরী ঘোড়াবাধা গ্রামের ৭৯ বছরের বৃদ্ধ 'গাছ বাবা' ও 'বৃক্ষমানব' নামে পরিচিত দুখু মাঝির নামে পদ্মশ্রী পুরস্কার ঘোষণা হতেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মিডিয়াতে এই খবর রীতিমতো ভাইরাল হয়ে পড়ে। শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয়দের নিয়ে পদ্মশ্রী প্রাপক শিল্পীদের বাড়িতে পৌঁছায় পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। পরিবারের সদস্যদের ফুলের স্তবক এবং চাদর দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি। সাথেই কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দেন। মৃৎশিল্পী স্বর্গীয় নেপাল চন্দ্র সূত্রধরের ছেলে কাঞ্চন সূত্রধর বলেন সরকারের এই সিদ্ধান্তে পুরো পরিবার আমরা খুশি। তবুও বাবা বেঁচে থাকলে আরো খুশি লাগতো। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখন বলে গিয়েছিলেন যে আমি পদ্মশ্রী পাব তবে পুরস্কার ঠিক পেলেন বটে কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলেন না। প্রায় তিন মাস আগেই তিনি গত হয়েছেন। স্বর্গীয় নেপাল চন্দ্র সূত্রধর মৃৎশিল্পী এবং ছৌ নাচের জন্য দেশবিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। তবে বিশেষ নজর কেড়েছে সিন্দরী ঘোড়া বাধার বাসিন্দা দুখু মাঝি। খাতায় কলমে তিনি পুরোপুরি নিরক্ষর কিন্তু ছোটবেলা থেকেই গাছের প্রতি তাঁর প্রেম ভালবাসায় প্রতিনিয়ত সাইকেলে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং প্রতিদিন তার গাছ রোপণ করা, পরিচর্যা করা যেন তাঁর দৈনন্দিন বাড়ির কাজ। বট, তেঁতুল, সেগুন, কুসুম সহ বিভিন্ন বড় জাতীয় গাছ থেকে লাগান। তাঁর কথায় এই গাছই তো অক্সিজেন দেবে, অক্সিজেন না দিলে তো আমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাব। তাই একটি গাছ কাটলে প্রায় পাঁচটি গাছ অবশ্যই লাগাতে হবে। সাংসদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সাথেই দলীয় নেতাকর্মীদের আদেশ দেন যাতে ইলেকট্রিক বিল না দিতে পারার জন্য দুখু মাঝির যে বাড়ির কারেঃট কেটে দেওয়া হয়েছে সেটি যেন ইতিমধ্যে পুনরায় বহাল করা হয়। সেই ফাঁকে গাছ বাবার পাকা বাড়ি না থাকায় বর্তমান রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন সাংসদ। স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার মাহাতো বলেন দুখ মাঝি তথা গাছ বাবা কঠোর পরিশ্রম করেন। তার আজ সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে ধন্যবাদ কেন্দ্রীয় সরকার তথা সাংসদকে। গ্রামের বাউল শিল্পী হিসেবে পরিচিত মদন দাস কুইরি বলেন দুখু মাঝি কঠোর পরিশ্রমের ব্যক্তি,তবে সোমনাথ মন্ডলের উদ্যোগে 'রুখা মাটির দুখু মাঝি' ফিল্ম প্রকাশিত হলে এলাকার জনমানসে আরো ব্যাপক সাড়া পড়বে। সব মিলিয়ে এলাকাবাসীদের কথা অনুযায়ী 'যোগ্য ব্যক্তি এই সম্মান পাচ্ছেন।'

টুকরো খবর

রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা একটি ফ্লপ অন্যায় যাত্রা, যাত্রা করে দেশবাসীর কাছে রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার

আলফার সঙ্গে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি অসমের ক্ষেত্রে সুফল আনবে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাহুল গান্ধী এবং তার ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার সমালোচনা করে এর বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। তিনি বলেন রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা একটি ফ্লপ অন্যায় যাত্রা। যাত্রা করে দেশবাসীর কাছে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাছাড়া আলফার সঙ্গে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি অসমের ক্ষেত্রে সুফল আনবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। উল্লেখ্য উজান অসম থেকে শুরু হওয়া রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা ষষ্ঠ দিনে মঙ্গলবার গুয়াহাটি এসে উপস্থিত হওয়ার পর মহানগরের খানাপাড়ায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মূলত এই যাত্রা মহানগরের খানাপাড়ায় একত্রিত হয়ে জি এস রোডে প্রবেশের প্রচেষ্টা করার পর পুলিশ এক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করেছিল। এর ফলে পরিস্থিতি অধিক জটিল রূপ ধারণ করে। তবে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেছিলেন গুয়াহাটি প্রেসক্লাব রাহুল গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানানোর পরেও পুলিশ তাদের যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু এই দাবি সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিয়েছিলেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। তিনি বলেছিলেন রাহুল গান্ধীকে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে আমন্ত্রণ জানানোর তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা। আমন্ত্রণ থাকলে রাহুল গান্ধীকে তার নিরাপত্তারক্ষী এবং নিজস্ব কনভয় নিয়ে মহানগরে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হতো। কিন্তু রাহুল গান্ধীকে প্রেসক্লাব আমন্ত্রণ জানায়নি বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এবার রাহুল গান্ধী এবং তার ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সংক্রান্তে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। বুধবার তেজপুরে রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন প্রথম কথা এই যাত্রা সম্পূর্ণ ফ্লপ যাত্রা। উজান অসমে এই যাত্রার সময় মানুষের ভিড় হয়নি। এমনকি গুয়াহাটি পর্যন্ত লোক হয়নি। তবে বরপেটা ধুবড়িতে মানুষ হবে। তাছাড়া সেদিন নলতুলিতে একটি সভা হয়েছিল সেখানে ৮-৯ হাজার ব্যক্তি একত্রিত হয়েছিলেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সেই সভায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ৯০ ব্যক্তি ছিলেন। এই ৯০ শতাংশ ব্যক্তি কারা সেটা প্রত্যেকেই জানেন। ফলে এই যাত্রা সম্পূর্ণ ফ্লপ যাত্রা হয়েছে। এটা মূলত অন্যায় যাত্রা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা বলেন তাদের ক্ষমা যাওয়ার যাত্রা করা উচিত। অসমকে প্রতারণা করা, দেশকে প্রতারণা করা, সাধারণ জনতাকে প্রতারণা করার ক্ষেত্রে তাদের যে ভূমিকা ছিল সেটার জন্য কংগ্রেসের ক্ষমা চাওয়ার যাত্রা করা উচিত ছিল। এটা এক ধরনের অন্যায় যাত্রা। কারণ গুয়াহাটি মহানগরে তারা যেটা করেছেন সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে এটাকে অন্যায় যাত্রা বলা যেতে পারে। ব্যারিকেড ভেঙ্গে মহানগরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসের নেতাকর্মী। এইসব কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা আইন হাতে তুলে নিয়েছিলেন। হাতে তুলে নেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে সাধারণ জনতা কি ব্যবহার করেন সেটা প্রত্যেকেই জানেন। অসমে কংগ্রেসের প্রত্যুত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এমনিতে অসমে তাদের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। এবার আরো খারাপ হবে। অন্যায় যাত্রা কংগ্রেসের আরো খারাপ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে আলফা ভঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। তিনি বলেন আলফার সঙ্গে স্বাক্ষরিত হওয়া চুক্তি অসমবাসীর জন্য বহু ভালো খবর নিয়ে এসেছে। এই চুক্তি সফল হলে অসমীয়া জাতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের সুরক্ষিত অনুভব করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে তিনি এই চুক্তির স্বাগত জানাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী হাজরিকা। তিনি বলেন অত্যন্ত সংগ্রামের পর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আলফা সর্বপ্রথম স্বাধীন অসমের দাবি জানিয়েছিল। তবে স্বাধীন অসমের দাবি সম্ভব নয়। তবে যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেটার সবিস্তার সাধারণ মানুষ জানার পর প্রত্যেকেই এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে পরবর্তীকালে অসমীয়া জাতিকে রক্ষা করবে এই চুক্তি। তাছাড়া পরেশ বড়ুয়া যদি আলোচনার জন্য এগিয়ে আসেন সেটা অত্যন্ত সুখবর হবে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী অরবিন্দ রাজখোয়া, অনুপ চেতিয়া বলেছেন তারা যেটা নিতে পারেনি সেটা পরেশ বড়ুয়া নিতে পারবেন। তবে স্বাধীন অসমের দাবি ত্যাগ করতে হবে কারণ এটা বর্তমান সময়ে সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা।

ভোট দিতে নতুন ভোটারদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহউদ্দীপনা

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ বিজেপির সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাইয়ের নেতৃত্বে চান্ডিল ড্যাম রোডে যুব মোর্চা দ্বারা নতুন ভোটার দিবসের আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যুব মোর্চা রাজ্যের সহসভাপতি নিশান্ত কুমার, বিজেপি নেত্রী শ্রীমতি সারথি মাহাতো, চান্ডিল কার্যনির্বাহী প্রমুখ রামকৃষ্ণ মাহাতো, বিজেপি জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই, সহসভাপতি খুদি সিং সরদার, কিষাণ মোর্চা জেলা সভাপতি মনোজ কুমার মাহাতো প্রমুখ শুরু করেন দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে এবং বন্দে মাতরম গানটি উপস্থাপন করে। এই অনুষ্ঠানে যুব মোর্চার রাজ্যের সহসভাপতি নিশান্ত কুমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতামত তুলে ধরে বলেন, দেশের উন্নয়ন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নতুন ভোটার, যুবকযুবতী ও নারীদের কাছে একটি বার্তা রয়েছে যে, তারা আগামী লোকসভা নির্বাচনে উন্নয়নের জন্য ভোট দিবেন। বিজেপির জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই বলেন, বিজেপি দেশের উন্নয়নে ইতিহাস সৃষ্টি করছে। বিজেপি যখন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল, তখন রাস্তা নির্মাণ, নারী শিক্ষা, নারী সুরক্ষা, শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং কৃষকদের উন্নয়নের জন্য অনেক প্রকল্প চালানো হয়েছিল। এ কর্মসূচিতে নতুন ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহউদ্দীপনা দেখা গেছে। এই উপলক্ষে যুব মোর্চার জেলা সহসভাপতি মনোরঞ্জন মাহাতো, কিষাণ মোর্চার জেলা সহসভাপতি অনিল সিনহা, সচ্চিদানন্দ মাহাতো, জেলা কার্য কমিটির সদস্য অনিতা পরিত, রাকেশ জয়সওয়াল, ডাঃ ভূষণ মুর্মু ও বনু সিং সর্দার, চান্ডিল পশ্চিম বিভাগের সভাপতি খগেন মাহাতো, চৌকা বিভাগের সভাপতি মতিলাল কুমহার, বিভাগীয় সভাপতি চান্ডিল পূর্ব মহেশ কর্মকার, কুকড়ু বিভাগীয় সভাপতি ভরত চন্দ্র মাহাতো, নিমডিহ পশ্চিম বিভাগের সভাপতি চিনিবাস মাহাতো প্রমুখ।

নাপোলি ছেড়ে ওসিমেন কোথায় যাবেন, জানালেন ক্লাব মালিক

মিলান ঃ গত মৌসুমে নাপোলির ৩৩ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধারের অন্যতম নায়ক ছিলেন ভিক্টর ওসিমেন। মৌসুমজুড়ে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল মুগ্ধতাজাগানো। এমন পারফরম্যান্সে নাপোলিকে শিরোপা এনে দেওয়ার পাশপাশি আফ্রিকার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন ওসিমেন। কিন্তু নতুন মৌসুমে বদলে গেছে চিত্র। বিশেষ করে নাপোলিকে শিরোপা জেতানো কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি ক্লাব ছাড়ার পর ছন্দ হারিয়েছে ক্লাবটি। এর মধ্যে নাপোলির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়েও খবরের শিরোনাম হয়েছেন ওসিমেন। গত সেপ্টেম্বরে বোলোনিয়ার বিপক্ষে পেনাল্টি মিসের পর ক্লাবের টিকটক অ্যাকাউঃেট ট্রল করা হয় ওসিমেনকে নিয়ে। পোস্টটি পরে মুছে দিলেও সেটি ভালোভাবে নেননি ওসিমেন। এমনকি নাপোলির জার্সি পরা সব ছবি ও ভিডিও সরিয়ে ফেলেন ওসিমেন। নাপোলি অবশ্য পরে বিবৃতি দিয়ে জানায়, ওসিমেনকে আঘাত করার জন্য তারা এটি করেনি। কিন্তু এ ঘটনায় দুই পক্ষের সম্পর্কে চিড় ধরার বিষয়টি ছিল স্পষ্ট। সম্প্রতি মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্লাব ছাড়ার বিষয়ে মনস্থির করে ফেলার কথা জানান ২৫ বছর বয়সী ওসিমেন। শুক্রবার নাইজেরিয়ান এ স্ট্রাইকারের ক্লাব ছাড়া নিয়ে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ক্লাবের সভাপতি ও মালিক ডি লরেন্তিসও। ইতালিয়ান ফুটবল লিগের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপের সময় তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। গত ডিসেম্বরে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন হলেও ওসিমেনের ক্লাব ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, 'আমরা গত গ্রীষ্ম থেকেই সবকিছু জানি। এ কারণেই তাঁর চুক্তিবৃদ্ধি নিয়ে দর কষাকষির সময় এতটা লম্বা হয়েছে।' ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর বলছে, ওসিমেনের রিলিজ ক্লজ ১২ থেকে ১৩ কোটি ইউরো। চুক্তি নবায়ন হলেও ওসিমেনের ক্লাব ছাড়ার বিষয়টি সব সময় আলোচনার মধ্যেই ছিল। এমনকি সম্ভাব্য গন্তব্য নিয়েও ছিল নানা জল্পনা। ওসিমেনের সম্ভাব্য গন্তব্য নিয়ে লরেন্তিস বলেন, 'আমরা জানি, সে হয় রিয়াল মাদ্রিদ, পিএসজি কিংবা ইংল্যান্ডের কোনো ক্লাবে যাবে।' গত মৌসুমে ২৬ গোল করে সিরি 'আ'র সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন ওসিমেন। এবার ১৩ ম্যাচে মাত্র ৭ গোল করেছেন এই নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড।

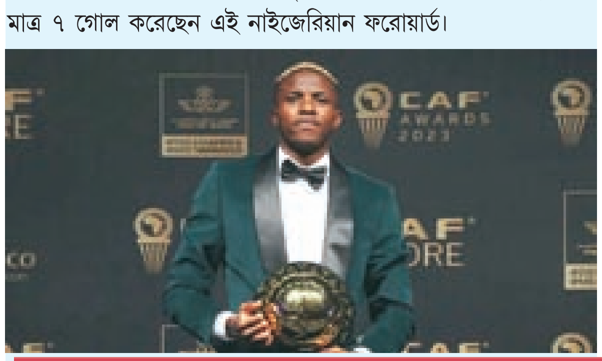

মারামারি করে পাকিস্তানের তিন নারী ক্রিকেটার নিষিদ্ধ

রাওয়ালপিন্ডি ঃ দুজন মিলে পিটিয়েছেন একজনকে। সেই পেটানো এমন মাত্রায় হয়েছে যে আক্রান্তের নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে।

মারামারির ঘটনায় জড়িয়ে পড়া তিনজনই পাকিস্তানের একটি নারী ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়। ঘটনাটি ঘটেছে টিম হোটেলে। এ ঘটনায় তিনজনকেই সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের জিও টিভির খবরে বলা হয়, রাওয়ালপিন্ডিতে চলমান ন্যাশনাল উইমেন্স টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়ান সাদাফ শামস, ইউসরা ও আয়েশা বিলাল। সম্প্রতি টিম হোটেলে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে আয়েশাকে প্রহার করেন সাদাফ ও ইয়ুসরা। একটি আঘাতে আয়েশার নাক থেকে রক্ত ঝরার কথাও শোনা গেছে। তবে এ ঘটনা আয়েশা প্রথমে কাউকে জানাননি। দুই দিন চুপ থাকার পর পিসিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানালে তাঁকেসহ ঘটনায় জড়িত তিনজনকেই সাময়িক নিষিদ্ধ করে সংস্থাটি। পরবর্তী নির্দেশনার আগপর্যন্ত তাঁদেরকে সব ধরনের ক্রিকেট কার্যক্রম থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করতে পিসিবির নারী ক্রিকেটের চেয়ারপারসন তানিয়া মালিক টুর্নামেন্টস্থল রাওয়ালপিন্ডিতে গেছেন।

ছয় দল নিয়ে আয়োজিত ন্যাশনাল উইমেন্স

টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে সাদাফ, ইউসরা ও আয়েশা লাহোরের হয়ে খেলছেন। এই দলের নেতৃত্বে আছেন পাকিস্তান জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিদা দার। ১৫ জানুয়ারি শুরু হওয়া টুর্নামেন্টটি শেষ হবে ৩১ জানুয়ারি।

হায়দরাবাদ টেস্ট ঃ পোপের শতকে ইংল্যান্ডের লিড

হায়দরাবাদ ঃ যশস্বী জয়সোয়াল, লোকেশ রাহুলের পর রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতকে দ্বিতীয় দিনেই বড় লিড নিয়ে ইংল্যান্ডকে চাপে রেখেছিল ভারত। অষ্টম উইকেটে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে জাদেজার দায়িত্বশীল ব্যাটিং দেখে ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হায়দরাবাদ টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হারতে চলেছে ইংল্যান্ড। ৩ উইকেট হাতে রেখে ১৭৫ রানের লিডকে আজ তৃতীয় দিন বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারেনি ভারত। জো রুটের ভেলকিতে আর ১৫ রান তুলতেই স্বাগতিকেরা অলআউট হয়। ১৯০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমে এক পর্যায়ে ১৬৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। ভারতকে আবারও ব্যাটিংয়ে পাঠাতে হলে তখনো সফরকারীদের দরকার ২৭ রান। ততক্ষণে অশ্বিন জাদেজাদেরও উইকেটের নেশা পেয়ে বসেছে। তাই ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল মাঞ্জরেকারের কথাই বুঝি সত্যি হতে চলেছে। তবে ভারতীয় বোলারদের হতাশ করেন ওলি পোপ। ষষ্ঠ উইকেটে বেন ফোকসকে নিয়ে যোগ করেন ১১২ রানের জুটি। ব্যক্তিগত ৩৪ রানে ফোকস আউট হলেও এক প্রান্তে অবিচল থেকে পোপ তুলে নেন টেস্ট ক্যারিয়ারের পঞ্চম শতক। তিনে নামা এই ব্যাটসম্যানের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ৬ উইকেটে ৩১৬ রান তুলে দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড, লিড ১২৬ রানের। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে আজ সারা দিনে উঠেছে ৩৩১ রান। আগের দুই দিনও সংগ্রহটা ৩০০ ছাড়িয়েছিল। ইংলিশরা আজ 'বাজবলের' পসরা মেলে ধরাতেই ১২ বছর পর প্রথমবার ভারতে অনুষ্ঠিত কোনো টেস্টের প্রথম তিন দিনেই কমপক্ষে ৩০০ রান করে দেখা গেল। সর্বশেষ এমনটা দেখা গিয়েছিল ২০১২ সালে ভারত নিউজিল্যান্ড বেঙ্গালুরু টেস্টে।

১৭ চারে ২০৮ বলে ১৪৮ রানে অপরাজিত আছেন পোপ। আগামীকাল আবার তাঁকে সঙ্গ দিতে নামবেন রেহান আহমেদ (১৬)। পোপের শতকটি ২০১৮ সালের পর ভারতের মাটিতে কোনো সফরকারী দলের দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয়। তাঁর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে শতকটি ছিল শ্রীলঙ্কার দিমুথ করুণারত্নের ২০২২ সালে বেঙ্গালুরু টেস্টে।

আর গত এক যুগে পোপের অপরাজিত ১৪৮ রানই ভারতের মাটিতে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো সফরকারী ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০১২ সালে আহমেদাবাদ টেস্টে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৬ রান করেছিলেন সাবেক অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক। আগামীকাল আর ২৭ রান করতে পারলে কুককে ছাড়িয়ে যাবেন পোপ।

ইংল্যান্ডকে এগিয়ে যেতে ভারতের দিশাহীন বোলিংও কিছুটা সহায়তা করেছে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩ রান অতিরিক্ত দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে জাজেদা বুমরারা অতিরিক্ত দিয়েছেন ২২ রান।

এর আগে ৭ উইকেটে ৪২১ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। তবে ৮১ রান নিয়ে খেলতে নামা জাদেজা আজ আর ৬ রানের বেশি যোগ করতে পারেননি। দিনের দশম ওভারে জো বলে এলবিডব্লু হয়ে ফিরতে হয়েছে।

যদিও জাদেজার আউট নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। ইংলিশদের আবেদনে মাঠের আম্পায়ার আউট দিলে রিভিউ নেন জাদেজা। আলট্রা এজে দেখা যায়, বল জাদেজার ব্যাট ছুঁয়ে প্যাডে লেগেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা থাকায় মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন টিভি আম্পায়ার।

জাদেজাকে আউট করার পরের বলে বুমরাকেও ফেরান রুট। আর রেহান বোল্ড করেন ৪৪ রান করা প্যাটেলকে। ৭৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের সেরা বোলার 'পার্ট টাইমার' রুট, টেস্ট ক্যারিয়ারের এক ইনিংসে যা তাঁর দ্বিতীয় সেরা পারফরম্যান্স।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ঃ ৬৪.৩ ওভারে ২৪৬
(স্টোকস ৭০, বেয়ারস্টো ৩৭, ডাকেট ৩৫ অশ্বিন ৩/৬৮, জাদেজা ৩/৮৮, বুমরা ২/২৮, অক্ষর ২/৩৩)

ভারত ১ম ইনিংস ঃ ১২১ ওভারে ৪৩৬
(জাদেজা ৮৭, রাহুল ৮৬, জয়সোয়াল ৮০ রুট ৪/৭৯, রেহান ২/১০৫, হার্টলি ২/১৩১)

ইংল্যান্ড ২য় ইনিংস ঃ ৭৭ ওভারে ৩১৬/৬
(পোপ ১৪৮, ডাকেট ৪৭, ফোকস ৩৪, ক্রলি ৩১ বুমরা ২/২৯, অশ্বিন ২/৯৩, প্যাটেল ১/৬৯, জাদেজা ১/১০১)

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ইসরায়েলকে লাগাম টানতে বললেও যেসব প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে

হেগ (ওয়েবডেস্ক)ঃ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত গাজায় গণহত্যা বন্ধে ইসরায়েলকে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছে, যদিও তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেনি।

এর আগে, গত ২৯শে ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ এনে মামলা করেছিল। ইসরায়েল অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়।

নেদারল্যান্ডসের হেগে শুক্রবারের শুনানিতে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস - আইসিজের বিচারক এই মামলায় প্রথমবারের মতো কোনো নির্দেশ জারি করলো। কিন্তু মূল যে অভিযোগ 'গণহত্যা', সেটির রায় আসতে দীর্ঘসময় এমনকি কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে।

যদিও আদালত ইসরায়েলকে দক্ষিণ আফ্রিকার দাবি অনুযায়ী গাজায় সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে বলেনি, তারপরও আদালতের এই আদেশ যারা এ মামলার পক্ষে ছিল তাদের জন্য বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা এক বিবৃতিতে বলেছে, আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক, ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

আর ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন, এই রায় প্রমাণ করে কোনো রাষ্ট্রই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

কিন্তু এটিকে দক্ষিণ আফ্রিকা বা ফিলিস্তিনিদের জন্য সম্পূর্ণ বিজয় বলা যায় না। কারণ প্রশ্ন উঠছে ইসরায়েল আদালতের এ আদেশ মানবে তো?

জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত গাজার পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বিপর্যয়মূলক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আইসিজে দেখতে পায় যে এটি বিচারের আওতায় পড়ে এবং মনে করে যে সম্ভবত ১৯৪৮ সালের জেনেভা কনভেনশন মানা হয়নি, যাতে করে গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণ অপূরণীয় ক্ষতির হুমকির মধ্যে আছে।

ফলে আদালত ইসরায়েলের কাছে বেশ কিছু দাবি জানিয়েছে, যার বেশিরভাগই আসলে দক্ষিণ আফ্রিকা যে নয়টি সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিল তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আদালত ১৭ জন বিচারকের মধ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আদেশ দেয় যে, ইসরায়েল প্রশাসনকে ফিলিস্তিনিদের হত্যা, তাদের মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক আঘাত, গাজার বসবাসের অযোগ্য পরিবেশ অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনিদের জন্মগ্রহণে বাধা দেয়া এসব কিছু এড়ানোর জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করতে হবে।

একইসাথে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উদাহরণ দিয়ে বলা হয় জনগণকে গণহত্যায় প্ররোচনা দেয়া 'ঠেকাতে ও শাস্তির আওতায় আনতে' ইসরায়েলের আরও বেশি চেষ্টা করা উচিত।

এছাড়া গাজার মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় জরুরি ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানানো হয়।

অস্ত্রবিরতির কথা উল্লেখ না থাকলেও, যে সমস্ত দাবি দাওয়া ইসরায়েলের কাছে তোলা হয়েছে সেগুলো যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে গাজায় চলমান ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

তারা বলছে গাজার ঘনবসতিপূর্ণ শহর ও শরণার্থী শিবিরের ভেতর ও নিচে ঢুকে হামাস তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে ইসরায়েলের পক্ষে বেসামরিক লোকদের হত্যা এড়ানো একরকম অসম্ভব করে দিয়েছে।

তাদের দাবি সাধারণ লোকদের সতর্ক করে দিতে ও ঝুঁকি এড়াতে তারা যা যা করার সবই করছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরাসরি আদালতের এই রায়ের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ইসরায়েলের অগাধ শ্রদ্ধা আছে, একইসাথে আমাদের নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষার ব্যাপারেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ইসরায়েলের ইহুদি নাগরিকদের মধ্যে একটা বিশ্বাস সর্বজনীন যে তাদের সেনাবাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে নৈতিক বাহিনী।

কিন্তু গত অক্টোবর থেকে ইসরায়েলিদের সামরিক অভিযানের ফলে গাজার ২৩ লাখ অধিবাসীদের মধ্যে ৮৫ শতাংশই এখন বাস্তুচ্যুত।

যারা যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে তারা আশ্রয় নিয়েছে জরাজীর্ণ, উপচে পড়া আশ্রয় কেন্দ্রে, যেখানে তেমন কোনো স্বাস্থ্য সেবা বা মানবিক সাহায্য নেই বললেই চলে।

আইসিজের প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের জোয়ান ডনোঘেউ তার বক্তব্য শুরু করতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে গাজার জরুরি অবস্থা আদালত সবচেয়ে বেশি আমলে নিয়েছে এবং ইসরায়েলের মামলা খারিজ করে দেয়ার চেষ্টা সফল হয়নি।

জোয়ান ডনোঘেউ গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিরা যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছে তার একটা সারাংশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন বিশেষ করে শিশুদের কষ্ট সবচেয়ে বেশি হৃদয় বিদারক।

তবে গণহত্যার ব্যাপারে এটিই আদালতের চূড়ান্ত রায় নয় - সে রায় আসতে সামনে কয়েক বছরও লেগে যাতে পারে।

কিন্তু যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো মূলত গাজার ফিলিস্তিনি জনগণের সুরক্ষার কথা ভেবে করা হয়েছে, একইসাথে বিচারকরা দক্ষিণ আফ্রিকার মূল যে অভিযোগ সেটা নিয়েও কাজ করবে।

আদালত বলেছে ইসরায়েল কী কী ব্যবস্থা নিল সেটা এক মাসের মধ্যে তাদের জানাতে হবে।

এখন ইসরায়েলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আইসিজের রায়ের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে, কিন্তু সেটা প্রয়োগে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা নেই তাদের। ইসরায়েল চাইলে বিচারকদের অবজ্ঞাও করতে পারে।

ইসরায়েল পাল্টা যুক্তি দেখাতে পারে যে তারা আদালতের চাহিদা পূরণে এরইমধ্যে কাজ করছে।

কিন্তু যদি পরিস্থিতির উন্নতি হয় যেটির এখনো কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তারপরও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগটি থেকেই যায়, যে মামলার ব্যাপারে আইসিজে মনে করে এটির বিশ্বাসযোগ্যতা আছে এবং আরেকটু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।

ইসরায়েল যে রাষ্ট্রটিই শূন্য থেকে সৃষ্টি এবং যেখানে গণহত্যার জঘন্যতম উদাহরণ আছে, তাদেরকেই এখন আদালত রায় না দেয়া পর্যন্ত আইনি ছায়ার নিচেই থাকতে হচ্ছে।

গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েল গাজায় আক্রমণ শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত সেখানে ২৬ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে

নিহতের বেশিরভাগই হলো নারী ও শিশু। এছাড়া, আহত মানুষের সংখ্যা সহস্রাধিক।

এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ইসরায়েলের ওপর হামাসের অতর্কিত আক্রমণের পর।

গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলায় প্রায় এক হাজার ৩০০ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছিল। এদের প্রায় সবাই ছিল বেসামরিক নাগরিক। হামলাকারীরা সেদিন প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায়।

ফিলিস্তিনকে জোরালোভাবে সমর্থন করে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা আদালতের কাছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নয়টি বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছিল।

যার মাঝে ছিল, গাজায় সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা, যেটিকে 'গণহত্যা' বলছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায় ইসরায়েল কতটা মেনে চলবে সেটি নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকলেও এটি তার আন্তর্জাতিক মিত্রদের ওপরও নৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

কলম্বিয়ার 'কোকেন গডমাদার' গ্রিজেলডার হলিউড অভিষেক

কলম্বিয়া ঃ একমাত্র ব্যক্তি যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেতাম, তিনি গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কো নামের এক মহিলা, একবার বলেছিলেন কুখ্যাত মাদক সম্রাট পাবলো এসকোবার, যিনি স্বয়ং ইতিহাসের তীব্র ক্ষমতাধর ও লাভজনক মাদক বানিজ্য দল বা ড্রাগ কার্টেল তৈরি করা ব্যক্তি। ব্লাঙ্কোকে নির্দয় মনের মাস্টারমাইন্ড অপরাধী হিসেবে বর্ণনা করেন অনেকে, যার নাম শুনলে ১৯৭০ ও '৮০র দশকে ভয় পেতো মানুষ। তার সম্পর্কে বলা হয়, একজন নারী যিনি মানুষকে হত্যা করেছেন, কারণ তারা তার দিকে যেভাবে তাকাতো সেটি তার পছন্দ ছিলো না। 'মডার্ন ফ্যামিলি' সিরিজখ্যাত সোফিয়া ভারগারা এই কুখ্যাত মাদক সম্রাজ্ঞীর চরিত্রে অভিনয় করছেন 'গ্রিজেলডা' সিরিজে। অপরাধ বিষয়ক নাটক 'নারকোস'র নির্মাতা দলই এই সিরিজটি বানাচ্ছে। তুমুল অ্যাকশন, ঝুঁকিপূর্ণ নাটকীয় গোলাগুলি আর গ্ল্যামারে ভরপুর ছয় পর্বের এই নেটফ্লিক্স সিরিজ। এতে গ্রিজেলডাকে একজন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ অপরাধী হিসেবে চিত্রায়িত করে তার বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কলম্বিয়ার 'কোকেন গডমাদার' হিসেবে অভিহিত, নিজের তিনজন স্বামীকে হত্যার সাথে জড়িত এই নারীর জীবনের সত্যিকারের গল্প অবশ্য বেশ অস্পষ্ট।

গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কো কে ঃ কলম্বিয়ায় জন্ম নেয়া ব্লাঙ্কো ১১ বছর বয়সেই অপরাধ জগতের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ব্লাঙ্কো সে সময় এক ধনী পরিবারের ছেলেকে অপহরণের পর তার পরিবার মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করায় তাকে গুলি করে হত্যা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে । এরপর ২১ বছর বয়সে ১৯৬৪ সালে ব্লাঙ্কো তার তিন সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে অবৈধভাবে নিউইয়র্কে অভিবাসী হয়ে যান এবং সেখানে গাঁজা বিক্রি করা শুরু করেন। কলম্বিয়াতেই বেড়ে উঠা ভারগারা বিবিসিকে বলছিলেন, এটা মনে রাখা খুবই জরুরি যে গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কো তার জীবনের শুরুর দিকে কে ছিলেন। একজন অভিবাসী যে সম্পূর্ণ একা তার তিন সন্তানকে লালনপালন করছিল। তার কিছুই ছিল না, বেঁচে থাকার জন্য তার না ছিল শিক্ষা, না ছিল কোনও হাতিয়ার। সিরিজটির পরিচালক এরিক নিউম্যান বলেছেন, তিনি গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কোর এই 'জটিল চরিত্রকে মানবিক' করে তুলে আনতে চেয়েছেন। সহকারী পরিচালক আন্দ্রেজ বেইজ বলেছেন, পুরুষের জগতে সে একজন নারী, নিজেকে প্রমাণ করতে সে দশগুণ বেশি পরিশ্রম করেছে এবং নিজের চারপাশে থাকা পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে নিজের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করেছে। লোকজন তাকে সম্পূর্ণ বিনাশ করার জন্য পদক্ষেপও নিয়েছে এক সময়।

'ক্ষমতা তাকে দানবে পরিণত করেছে' ঃ ব্লাঙ্কো ১৯৭০ সালে তার প্রথম স্বামীকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে মিয়ামিতে চলে গিয়েছিল। সেখানে তার দ্বিতীয় স্বামী মাদক পাচারকারী আলবার্টো ব্রাভোর সাথে তার দেখা হয়, যে তাকে মাদকের আন্ডারওয়ার্ল্ডের আরও অন্ধকার জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্লাঙ্কোর সহিংস মনোভাব আর মাদক চোরাচালানে সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা তাকে তরুণীদের কলম্বিয়া থেকে আমেরিকায় ব্রা কিংবা অন্তর্বাসের ভেতরে কোকেন লুকিয়ে উড়ে যেতে সহায়তা করেছে। এর অর্থ এটাই যে অচিরেই পুরো অপরাধ সাম্রাজ্য তার হাতের মুঠোয় চলে যায়। মিয়ামিতে মাদক যুদ্ধ আরও তীব্র হওয়ার পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল, যা ব্লাঙ্কোকে আরও বেশি নির্মম করে তোলে। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে স্বামীকে গুলি করে ব্লাঙ্কো, কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে তার স্বামী তার টাকা চুরি করেছে। এরপর ১৯৮৩ সালে ব্লাঙ্কো তার তৃতীয় স্বামীকে খুন করে মিয়ামি ছেড়ে চলে যায়। সে সময় তার সাথে এই দম্পতির ছেলে মাইকেল করলিওনি ছিল। নির্দয় ও নির্মম আচরণের জন্য ব্লাঙ্কোকে 'ব্ল্যাক উইডো' বা 'কালো বিধবা' নামেও অভিহিত করা হয়। সে সময় ব্লাঙ্কোর সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয় এবং ১৯৮০'র দশকের গোড়ার দিকে সে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও দুর্ধর্ষ মহিলায় পরিনত হয়, যে প্রতি মাসে এক দশমিক পাঁচ টন কোকেন পাচার তদারকি করতো। ভারগারা বিবিসিকে বলছিলেন, আমি সত্যিই মনে করি যে যখন গ্রিজেলডা মিয়ামিতে প্রথম যায় তখন তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরিবারকে দেখাশোনা ও রক্ষা করা। কিন্তু এই অন্ধকার পথে সে হারিয়ে যায় এবং ক্ষমতা ও অর্থ তাকে একজন দানবে পরিণত করে। নিজের সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে ১৯৮০'র দশকে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের দেয়া ১৫ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ব্লাঙ্কো।

অদক্ষ ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করা ঃ দুই দশক ধরে কঠোরভাবে মিয়ামিতে মাদক সাম্রাজ্য পরিচালনা করলেও নারী হিসেবে ব্লাঙ্কো সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে, মাদক ইন্ডাস্ট্রি একচেটিয়াভাবে উগ্রবাদী পুরুষরাই চালায়, যেখানে তার অবস্থান অনিশ্চিত ছিল। এই যুক্তিতে ব্লাঙ্কো তার ব্যবসা পরিচালনা করতে সেসময় একজন পুরুষকে অনুমতি দেয় স্থানীয় ডিলাররা তখনই চুক্তি গ্রহণ করে যখন তা কোনও পুরুষের মুখ থেকে বের হয়। এক হত্যা মামলায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর ব্লাঙ্কো নিজের ব্যবসা নিজেই পরিচালনা করার দায়িত্ব বেছে নেয় এবং নিজের সুবিধার জন্য তার বহিরাগত অবস্থানকে ব্যবহার করে। আনুমানিক এক লাখ ৩৫ হাজার কিউবান ১৯৮০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমেরিকায় অভিবাসী হয় যারা 'মারিলিটোস' নামে পরিচিত। এদের অনেকেই আবার ক্রিমিনাল গ্যাং বা অপরাধী চক্র, মাদক পাচার, কন্ট্রাক্ট কিলিং বা চুক্তিতে মানুষ হত্যার মতো অপরাধে আগে থেকেই জড়িত ছিল। ব্লাঙ্কো এটাকে পুঁজি করে তাদেরকে নিজের গ্যাংয়ে নিয়োগ করে। হিটম্যান, গোলন্দাজ অর্থাৎ যারা পিস্তল চালাতে পারদর্শী, তাদেরকে নিয়ে ব্লাঙ্কোর দল তৈরি হয়, যারা মোটরসাইকেলে চড়ে গুপ্তহত্যা করতে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। নেটফ্লিক্সের সিরিজটির সহকারী পরিচালক আন্দ্রেজ বেইজ বলছিলেন, ব্লাঙ্কো নিজে একজন অভিবাসী বা বহিরাগত এবং তার আশেপাশেও সব বহিরাগতদের নিয়োগ দেয় সে। এরকম ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে বিশ্বাস অর্জন করা খুব কঠিন এবং আরও কঠিন তা ধরে রাখা, ব্লাঙ্কো জানতো যে সে কী করছে। এরা সবাই অদক্ষ ছিল, সমাজের স্বাভাবিক মানের সাথেও এরা যায় না। গ্রিজেলডা এটা জানতো এবং তাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করতো যে তারা তার পরিবারের অংশ, যোগ করেন বেইজ। আমি একজন কলম্বিয়ান, একজন মা এবং একজন অভিবাসী। একজন নারী হিসেবে গ্রিজেলডাকে বিবেচনা করা হতো এবং এখন আমি জানি কারণ আমার উচ্চারণের কারণে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং আমি অন্যদের চাইতে কম সুযোগ পাই, বলছিলেন ভারগারা। ব্লাঙ্কোর অপরাধ সাম্রাজ্য ১৯৮০'র দশকের মাঝের দিকে উন্মোচিত হতে শুরু করে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার আরভিনে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার সন্ত্রাসের রাজত্ব হঠাৎ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু কীভাবে দুই দশক ধরে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে ব্লাঙ্কো মিয়ামিকে মাদক নিয়ে খেলার মাঠে রূপান্তরিত করেছিলেন? ব্লাঙ্কো একজন নারী, এটাকেই কারণ বলে দেখিয়েছে 'গ্রিজেলডা' সিরিজটি। কারণ সে একজন নারী ছিল। সে যখন চাইতো তখনই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতো। কেউ ভাবতেও পারতো না যে একজন নারী এই আকারের একটি দল পরিচালনা করতে পারে। মানুষ ভাবে একজন নারী কখনও এরকম খারাপ হতে পারে না, ভারগারা বলছিলেন। পুরুষশাসিত মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে দৃঢ় ছিল যে একজন নারী কখনও মাদক ব্যবসার পিছনে জড়িত থাকতে পারে না। কেউ কেউ একেবারে এই লাইনেই তদন্তের জন্য জোর দেয়। তবে ১৯৭০'র দশকের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্লাঙ্কোকে ধরার দায়িত্ব ছিল মিয়ামি পুলিশ বিভাগের একজন নারী গোয়েন্দা বিশ্লেষক জুন হকিন্সের। পরিচালক নিউম্যান হকিন্সকে এই গল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন। সে গ্রিজেলডার প্রতিরূপ, সে নিজেও একজন লাটিন তরুণী ও সিঙ্গেল মা - যে এমন একটি বিশ্বে কাজ করছে যেখানে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয়। সে এটা দেখাতে চায় যে গ্রিজেলডা যা বেছে নিয়েছে, সেটা তার একমাত্র অপশন বা পথ ছিলো না।

কী ঘটেছিল গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কোর ভাগ্যে?

এরপর ১৯৮৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ব্লাঙ্কো তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়। কোকেন উৎপাদন, আমদানি ও বিতরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয় সে। ব্লাঙ্কোর বিরুদ্ধে আরও তিনটি হত্যার অভিযোগ আনা হয় এবং প্রায় দুই দশক সে কারাগারে কাটায়। কারাভোগের সময়ই ব্লাঙ্কোর তিন ছেলেকে হত্যা করা হয়। পরে ২০০৪ সালে মুক্তি পেয়ে ব্লাঙ্কো কলম্বিয়ায় নির্বাসনে যায় এবং সেখানে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে। কয়েক বছর পর ২০১২ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর মোটরবাইকে আসা এক ব্যক্তি ৬৯ বছর বয়সী ব্লাঙ্কোকে গুলি করে। ব্লাঙ্কোকে যে স্টাইলে গুপ্তহত্যা করা হয়, তা অবিকল তার রাজত্বে গড়ে তোলা মানুষ হত্যার স্টাইলের মতোই। এ হত্যাকাণ্ড তার প্রতি ঘৃণার মাত্রা প্রমাণ করে। সে ২০১২ সালে ছিল একজন নিরীহ মহিলা, নির্জনে একাকী বাস করতো এবং তার চার সন্তানের মধ্যে তিনজনই মারা গিয়েছিল, বিবিসিকে বলেন নিউম্যান। বেইজ যোগ করেন, সে কোনও কিছু থেকে উঠে আসেনি, সে অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, কিন্তু গল্পের একেবারে শেষে এসে এটা এমন একটা ট্রাজেডিতে পরিণত হয় যার পুরোটাই লস। ব্লাঙ্কোর জীবন ও ক্ষমতার আকর্ষনীয় কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের বইগুলোতে তার উপস্থিতি সেভাবে নেই। এমনকি ভারগারা, কলম্বিয়ায় যিনি 'মাদক যুগে' বেড়ে উঠেছেন তিনিও বলছেন যে কখনও এই নারী সম্পর্কে শোনেননি। ব্লাঙ্কোর জীবন সম্পর্কে জানার পর তার মনে হয়েছিল যে, এটা অসম্ভব, কিন্তু এটা ছিল সত্যি গল্প। এই কারণেই আমি গ্রিজেলডার চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলাম। সে একাধারে একজন মা, খলনায়ক, প্রেমিকা এবং খুনিও। সে সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছে মানুষ কত জটিল হতে পারে।

'রাখাইনে রক্তক্ষয়ী লড়াই, রোহিঙ্গা ঠেকাতে সতর্কতা'

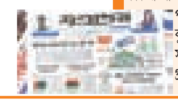

ঢাকা ঃ রাখাইনে রক্তক্ষয়ী লড়াই, রোহিঙ্গা ঠেকাতে সতর্কতা - দৈনিক সমকালের প্রধান শিরোনাম এটি। এতে বলা হয় মিয়ানমারের সংঘাতময় রাখাইন রাজ্যে সরকারি সেনা ও বিদ্রোহীদের মধ্যে আবারও ভয়াবহ লড়াই শুরু হয়েছে। জান্তার সেনারা বিদ্রোহীদের ওপর বিমান হামলা চালাচ্ছে। রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় সংঘর্ষে নিপীড়িত এ জনগোষ্ঠীর বহু সদস্য হতাহত হয়েছে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সীমান্তের অদূরে হামলার ঘটনায় এ পাশের বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যও আতঙ্ক বিরাজ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের আগমন ঠেকাতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। স্থানীয় সূত্র জানায়, বুচিডংয়ে ফুমালি নামে একটি রোহিঙ্গা গ্রামে আরাকান আর্মি ও মিয়ানমারের জান্তা সরকারের মধ্যে গতকাল দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বহু রোহিঙ্গা নিহত হওয়ার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। অনেক রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ছুটছে।

কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদের জায়গাতেও হিন্দু মন্দির ছিল, রায় ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের

বারাণসীঃ ভারতের বারাণসী বা কাশীতে জ্ঞানবাপী মসজিদের বর্তমান কাঠামো তৈরির আগে ওই জায়গায় একটি হিন্দু মন্দির ছিল বলে এক সমীক্ষার পর জানিয়েছে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই)।

গত বছর জুলাই মাসে বারাণসী জেলা আদালত এএসআইকে ওই মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

এএসআই-এর সেই রিপোর্ট, যা এখন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে জানানো হয়েছে চার মাসের জরিপ, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং স্থাপত্যের অবশেষ, বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন, শিলালিপি, শিল্প ও ভাস্কর্যের অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে এটা সহজেই বলা যায় বর্তমান কাঠামো নির্মাণের আগে সেখানে একটা হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল।

এ বিষয়ে মুসলিম পক্ষ জানিয়েছে ২৫ জানুয়ারি গভীর রাতে এএসআই রিপোর্টের একটি প্রতিলিপি তারা পেয়েছে। এখন আইনজীবীদের কাছে রয়েছে সেই রিপোর্ট। জ্ঞানবাপী মসজিদ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদের যুগ্ম সম্পাদক এস এম ইয়াসিন বলেন, এটা একটা রিপোর্ট, কোনও সিদ্ধান্ত নয়। প্রতিবেদনটা ৮৩৯ পৃষ্ঠার। এর সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে সময় লাগবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে। বিবেচনার জন্য আদালতে তোলা হবে।

মসজিদ কর্তৃপক্ষ মনে করে, সম্রাট আকবরের আমলেরও প্রায় ১৫০ বছর আগে থেকে জ্ঞানবাপী মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন মুসলিমরা।

এস এম ইয়াসিন বলেন, এরপর সব আল্লাহর ইচ্ছা। আমাদের দায়িত্ব মসজিদ সামলানো। হতাশা হারাম। ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলতে আবেদন জানাচ্ছি।

মামলার প্রধান বাদী রাখী সিংয়ের আইনজীবী অনুপম দ্বিবেদীর কাছ থেকে ৮০০ পৃষ্ঠারও বেশি প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি পেয়েছে বিবিসি-ও।

এএসআই-র রিপোর্ট অনুসারে, একটি কক্ষের ভিতরে পাওয়া আরবি-ফার্সি ভাষায় লেখা শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে মসজিদটি আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ২০ তম বছরে (১৬৭৬-৭৭) নির্মাণ করা হয়েছিল।

এ থেকে বোঝা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আগের যে কাঠামো ছিল তা ভেঙে ফেলা হয় এবং এর কিছু অংশ বদলে ফেলে বর্তমানে যে কাঠামো রয়েছে, সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এএসআইয়ের এই সমীক্ষায় জ্ঞানবাপী মসজিদের সিল করা ওজুখানার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করা হয়নি।

হিন্দু পক্ষের দাবি, ওই ওজুখানায় একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে, যাকে মসজিদের কর্তৃপক্ষ 'ফোয়ারা' বলে থাকে।

রাখী সিংয়ের (বাদী পক্ষ) উকিল অনুপম দ্বিবেদী এই সমীক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এএসআই বলেছে যে ঔরঙ্গজেবের মসজিদ নির্মাণের আগে মসজিদ চত্বরে একটি হিন্দু কাঠামো এবং মন্দির ছিল। এটা যে আমাদের মামলাকে শক্তিশালী করে তুলবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সাক্ষ্যপ্রমাণের দিক থেকে এটি মামলাগুলোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, জানান তিনি।

কোন কোন বিষয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে?

বর্তমান কাঠামোর কেন্দ্রীয় কক্ষ এবং আগের যে কাঠামো রয়েছে তার মূল প্রবেশ দ্বার

পশ্চিমের কক্ষ ও দেওয়াল

বর্তমান কাঠামোর ভিতরে যে অংশ আগে থেকে বিদ্যমান ছিল সেখানকার স্তম্ভ এবং ভিত্তি স্তম্ভের পুনরায় ব্যবহারের বিষয়ে

শিলালিপিতে আরবি এবং ফার্সি ভাষায় যা লেখা আছে

বেসমেন্টে পাওয়া ভাস্কর্যের অবশিষ্টাংশ

'হিন্দু মন্দিরে'র আকারের কাঠামো

জ্ঞানবাপীতে বিদ্যমান কাঠামোর প্রকৃতি এবং সময় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে এএসআই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিদ্যমান স্থাপত্যের অবশেষ, দেওয়ালে সাজানো অংশ, কেন্দ্রীয় কক্ষের কর্ণ রথ এবং প্রতিরথ, পশ্চিম কক্ষের পশ্চিম দেয়ালের তোরণ-সহ একটা বড় প্রবেশদ্বার, অলংকরণের ভিতরে এবং খোদাই করা পাখি এবং প্রাণীর চিত্র থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিম দেয়ালটা হিন্দু মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ।

শিল্প ও স্থাপত্যের উপর ভিত্তি করে, আগে থেকে উপস্থিত ওই কাঠামোকে হিন্দু মন্দির হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর বলা হয়েছে বিদ্যমান কাঠামো নির্মাণের আগে সেখানে একটি বড় হিন্দু মন্দির ছিল।

'পাথরে লিপিবদ্ধ মসজিদ নির্মাণের তারিখ'

এএসআই জানিয়েছে, একটা পাথরে খোদাই করে লেখা আছে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৭৬-৭৭) তৈরি হয়েছিল ওই মসজিদ।

এই বিষয়ের উল্লেখ এএসআইয়ের রেকর্ডেও ছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, পাথরের গায়ে মসজিদের সাহন (আঙিনা) মেরামতির উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের এএসআই রেকর্ডে এই পাথরের ছবিও রয়েছে।

কিন্তু এএসআই বলছে, জরিপে মসজিদের একটি কক্ষ থেকে এই পাথর উদ্ধার করা হলেও মসজিদ নির্মাণ ও তার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের জীবনী মসির-এ-আলমগিরি থেকে জানা গিয়েছে ঔরঙ্গজেব তার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের গভর্নরদের 'কাফেরদের স্কুল ও মন্দির ভেঙে ফেলার' নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এএসআই সূত্রে জানা গেছে, ১৯৪৭ সালে যদুনাথ সরকারের 'মসির-এ-আলমগিরি'র ইংরেজি অনুবাদেও এর উল্লেখ রয়েছে।

যদুনাথ সরকারের 'মসির-এ-আলমগিরি'র ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করে এএসআই তাদের রিপোর্টে লিখেছে, ১৬৬৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তার আধিকারিকরা কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দির ভেঙে ফেলেন।

কাঠামোতে পাওয়া শিলালিপি

এ প্রসঙ্গে এএসআই রিপোর্টে বলা হয়েছে, মসজিদের কাঠামোতে মোট ৩৪টি শিলালিপি ও ৩২টি স্ট্যাম্পিং পাওয়া গিয়েছে এবং নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এই শিলালিপিগুলো হিন্দু মন্দিরের পাথরের উপর আগে থেকেই ছিল যা মসজিদ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলেও ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

এই শিলালিপি দেবনাগরী, তেলুগু এবং কন্নড় ভাষায় লেখা।

এ থেকে এএসআই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আগে থেকে বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে তা মসজিদ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ব্যবহার করা হয়ে।

এএসআই জানিয়েছে, শিলালিপিতে জনার্দন, রুদ্র ও উমেশ্বর এই তিন দেবতার নামও পাওয়া গিয়েছে।

এএসআই 'মহামুক্তি মণ্ডপ'-এর তিনটি শিলালিপি খুঁজে পাওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছে।

বেসমেন্টে কী পাওয়া গিয়েছে?

এএসআই জানিয়েছে, মসজিদের পূর্ব অংশে বেসমেন্ট বানানো হয়েছিল।

একই সঙ্গে মসজিদে যাতে অনেক মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারেন সেই জন্য জায়গা তৈরি করা হয়েছিল।

এএসআই তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, মন্দিরের স্তম্ভগুলো পূর্ব দিকের বেসমেন্ট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

এন-২ নামের একটা বেসমেন্টে যে স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছিল তাতে ঘণ্টা, প্রদীপ, খোদাই করা শিলালিপি রয়েছে।

এস-২ নামের বেসমেন্টে মাটির নিচে চাপা পড়া হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে।

স্তম্ভ ও ভিত্তি স্তম্ভ

এএসআই রিপোর্ট অনুসারে, মসজিদ সম্প্রসারণ করতে এবং এর সহন (উঠোন) তৈরি করতে ইতিমধ্যে বিদ্যমান মন্দিরের স্তম্ভগুলোর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল।

স্তম্ভগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে সেগুলো বিদ্যমান হিন্দু মন্দিরেরই অংশ ছিল, জানিয়েছে এএসআই।

মসজিদ নির্মাণের জন্য যখন এই স্তম্ভগুলো ব্যবহার হয়, সে সময়ে পদ্মের পদকের পাশে থাকা ভায়ালা মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এর পরিবর্তে তৈরি করা হয়েছিল ফুলের নকশা।

পশ্চিম কক্ষ ও পশ্চিমের দেওয়াল

এএসআই বলছে, বিদ্যমান কাঠামোর (মসজিদ) পশ্চিম দেয়ালের অবশিষ্ট অংশটা হিন্দু মন্দিরের।

এএসআইয়ের মতে, পশ্চিমের দেয়াল পাথরের তৈরি এবং অনুভূমিক ছাঁচ দিয়ে সাজানো।

এই পশ্চিম দেওয়াল, পশ্চিম কক্ষগুলির অবশিষ্ট অংশ, কেন্দ্রীয় কক্ষের পশ্চিম অভিক্ষেপ এবং উত্তর ও দক্ষিণে দুটো প্রকোষ্ঠের পশ্চিম দেয়াল নিয়ে তৈরি। দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রীয় কক্ষ এখনও রয়েছে। পরিবর্তন করা হয়েছে পাশের দুই কক্ষের।

মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণের প্রবেশদ্বারগুলো সিঁড়িতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং উত্তরের হলঘরের প্রবেশদ্বারের সিঁড়ি আজও ব্যবহার করা হয়।

কেন্দ্রীয় কক্ষ ও প্রধান প্রবেশদ্বার

এএসআই-এর রিপোর্ট বলছে, মন্দিরে একটা বড় কেন্দ্রীয় কক্ষ ছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমেও একটা করে কক্ষ ছিল।

এএসআই এর রিপোর্ট বলছে, পূর্ববর্তী কাঠামোর (মন্দির) কেন্দ্রীয় কক্ষ এখন বিদ্যমান কাঠামোর (মসজিদ) কেন্দ্রীয় কক্ষ।

এএসআইয়ের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মন্দিরের কেন্দ্রীয় কক্ষের প্রধান প্রবেশদ্বারটা পশ্চিম দিক থেকে ছিল, যা পাথরের গাঁথুনি দিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়।

আর পাথর দিয়ে অবরুদ্ধ মূল প্রবেশদ্বারের অন্যদিকে কিবলা নির্মাণ করা হয়।

'জ্ঞানবাপীর সমীক্ষা চ্যালেঞ্জিং ছিল'

গত বছরের চৌঠা অগাস্ট কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সমীক্ষা শুরু করে এএসআই।

এএসআইয়ের দলে ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক অলোক ত্রিপাঠী, ড. গৌতমী ভট্টাচার্য, ড. শুভা মজুমদার, ড. রাজ কুমার প্যাটেল, ড. অবিনাশ মোহান্তি, ড. ইজহার আলম হাশমি, ড. আফতাব হুসেন, ড. নীরজ কুমার মিশ্র এবং ড. বিনয় কুমার রায়।

সমীক্ষার সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে আদালত কাজ (সমীক্ষা) চলাকালীন সংবাদমাধ্যমে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

কাঠামোর ক্ষতি না করে সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল আদালত, তবে সেখানে থাকা মাটির স্তূপের পরিমাণ দেখে সমস্ত পক্ষের সম্মতিতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই স্তূপ সরানো হয়েছিল।

জ্ঞানবাপীকে ঘিরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির একটা বৃত্ত রয়েছে। এই কারণে বারবার মসজিদে ঢোকা এবং বেরোনো কঠিন।

চার মাস ধরে চলা এই সমীক্ষায় এএসআইয়ের টিম এবং শ্রমিকরা উষ্ণতা, বর্ষার আর্দ্রতা উপেক্ষা করে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

কিছু বেসমেন্টে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায়, প্রথম দিকে টর্চ এবং রিফ্লেক্টর লাইট দিয়ে জরিপের কাজ চালানো হয়েছিল।

বেসমেন্টে কাজ করার সময় বাতাসের অভাব অনুভব করেন সেখানে কর্মরত টিম। পরে লাইট আর ফ্যান এনে কাজ করেন তারা।

বর্ষাকালে খনন করা অংশটা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় আর কাজ চালিয়ে যেতে জরিপের একটি ক্যাম্প অফিসও তৈরি করা হয়।

বাঁদরের উৎপাতের শিকার হতে হয়েছিল এই টিমকে। বাঁদরের দল প্রায়শই ত্রিপল ছিঁড়ে ফেলত এবং জরিপের অন্তর্ভুক্ত অংশে উৎপাত চালাত।

আদালতের নির্দেশ ও সমীক্ষা

এএসআইকে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার সময় বারাণসীর জেলা বিচারক তাঁর আদেশে লিখেছিলেন, যদি প্লট এবং কাঠামোতে জরিপ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয় তবেই আদালতের সামনে সঠিক তথ্য উঠে আসবে এবং এই বিষয়টি ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তি করা যাবে।

সুপ্রিম কোর্ট তার আদেশে এএসআইয়ের সারনাথ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রত্নতাত্ত্বিককে 'সেটেলমেন্ট প্লট নম্বর ৯১৩০' (বিদ্যমান জ্ঞানবাপী পরিসর) এবং ভবন (মসজিদের ইমারত) জরিপ করার নির্দেশ দিয়েছিল।

আদালতের আদেশে লেখা হয়েছিল এএসআইকে এমনভাবে সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে যাতে কোথাও কোনও ভাঙন না ধরে। কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছিল যে সমীক্ষায় খনন করা বা কিছু ভাঙা হবে না।

সমীক্ষকদের দলে প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নবিদ, লিপিবিদ, জরিপকারী, ফটোগ্রাফার অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশেষজ্ঞদের দলটি জিপিআর (গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার) সমীক্ষা চালিয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুযোগ

এই সমীক্ষায়, জ্ঞানবাপীর পশ্চিম দেওয়ালের নির্মাণের বয়স ও প্রকৃতি জানতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে হয়েছিল।

প্রয়োজনে পশ্চিম দেয়ালের নিচে অনুসন্ধান চালানোর জন্য গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার ব্যবহার করতে হয়েছে।

এএসআইকে জ্ঞানবাপীর তিনটি গম্বুজের নিচে এবং জ্ঞানবাপীর সমস্ত বেসমেন্টে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া সমস্ত শিল্পকর্মের তালিকাও তৈরি করতে হয়েছিল। কোন শিল্পকর্ম কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তা নথিভুক্ত করার পাশাপাশি ডেটিংয়ের মাধ্যমে সেই শিল্পকর্মগুলির বয়স এবং শৈলীর জানার চেষ্টাও করতে হয়েছিল এএসআইয়ের টিমকে।

এএসআইকে জ্ঞানবাপী কমপ্লেক্সে পাওয়া সমস্ত স্তম্ভ এবং প্ল্যাটফর্মগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করতে হয়েছিল। একই সঙ্গে সেগুলোর বয়স এবং শৈলীও খুঁজে বের করতে হয়েছিল তাদের।

জ্ঞানবাপী কাঠামো নির্মাণের বয়স এবং শৈলীর বিষয়েও তথ্য খুঁজে বের করতে সাহায্য নিতে হয়েছিল ডেটিং, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির।

অনুসন্ধানে উদ্ধার হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু এবং কাঠামোর ভিতরে ও নিচে পাওয়া ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বস্তুও পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছিল ওই দলকে।

শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হয়েছিল কাঠামোটা যাতে কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তা সুরক্ষিত থাকে।

জরিপের বিরুদ্ধে মসজিদের পক্ষ ঃ আদালতের সামনে রাখা লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে যদি আদালত কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছাতে পারে, সেক্ষেত্রেই জরিপ প্রয়োজন বলে মনে করে মসজিদ পক্ষ। অন্যদিকে, হিন্দু পক্ষ আদালতে জানিয়েছিল, নির্মাণশৈলী দেখে কাঠামোর কৃত্রিম দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোনও বস্তুর কোনও প্রমাণ তাদের কাছে নেই।